CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-243 ■ 4 June, 2026 ■ আগরতলা ৪ জুন, ২০২৬ ইং ■ ২০ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কর্ণাটকে মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার নিলেন শপথ

বেঙ্গালুরু, ৩ জুন (আইএএনএস)।। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বুধবার কর্ণাটকের ২৫তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি. কে. শিবকুমার। বেঙ্গালুরুর লোক ভবন চত্বরে অবস্থিত গ্লাস হাউসে এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমর্থকদের উচ্ছ্বসিত স্লোগানের মধ্যে মঞ্চে উঠে প্রথমে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে পরিচিত শ্রী বীর গঙ্গাধর স্বামীজির (নোনাভিনাকেরে আজ্জা বা বীর গঙ্গাধর আজ্জা নামে পরিচিত) প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান শিবকুমার। এরপর তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদ ও গোপনীয়তা রক্ষার শপথ গ্রহণ করেন।

সংবিধানের একটি কপি হাতে নিয়ে এবং বীর গঙ্গাধর আজ্জার নাম স্মরণ করে তিনি শপথ নেন।

অনুষ্ঠান শুরু হয় 'বন্দে মাতরম' পরিবেশনের মাধ্যমে। এরপর কর্ণাটক রাজ্য পুলিশ ব্যান্ড জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে। পাশাপাশি রাজ্যের সরকারি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কলকাতা থেকে উদ্ধার নিখোঁজ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন ।। সিপাহিজলা জেলার যাত্রাপুর থানার পুলিশের তৎপরতায় নিখোঁজ এক গৃহবধূকে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার রাজারহাট এলাকা থেকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন নির্ভয়পুর এলাকার বাসিন্দারা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, যাত্রাপুর থানাধীন সীমান্তবর্তী নির্ভয়পুর গ্রামের বাসিন্দা প্রমিতা ভৌমিক (মজুমদার), স্বামী প্রসেনজিৎ মজুমদার, গত ২৩ মে নিজের শিশুসন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এরপর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ না পাওয়ায় পরিবার উদ্বেগে পড়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে।

ঘটনার তদন্তে নেমে যাত্রাপুর থানার পুলিশ আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নেয়। মোবাইল ফোন ট্র্যাকিং, সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পারে যে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পিস্তল দেখিয়ে নাবালিকাকে হুমকির অভিযোগে নতুন মোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন ।। সেকেরকোট এলাকার এক নাবালিকা মেয়েকে পিস্তল দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগের ঘটনায় নতুন মোড় এসেছে। আমতলী থানার ওসি ইন্সপেক্টর পরিতোষ দাস সাংবাদিকদের সামনে প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে সেকেরকোট এলাকার এক নাবালিকার পরিবার আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগে বলা হয়েছিল, জয়দেব দেবনাথ নামে এক যুবক পিস্তলের ছবি দেখিয়ে নাবালিকাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দিচ্ছিল। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দিল্লির মালব্যনগরে রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, মৃত্যু বেড়ে ২১

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (আইএএনএস)।। দিল্লির মালব্য নগরে বহুতল 'লেমন গ্রিন' রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২১-এ পৌঁছেছে। দক্ষিণ দিল্লির মহকুমাশাসক (এসডিএম) জিতেন্দ্র কুমার বুধবার এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, উদ্ধার হওয়া ৪৭ জনের মধ্যে বর্তমানে ২৬ জন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আইএএনএস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জিতেন্দ্র কুমার বলেন, "আমাদের তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান দুপুর ১২টা ১২ মিনিটে শেষ হয়েছে। মোট ৪৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২৬ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।"

এদিকে, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস), দিল্লি জানিয়েছে যে তাদের হাসপাতালে মোট ১৩ জনকে ভর্তি করা হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে তিনজন উচ্চতা থেকে পড়ে আহত হয়েছেন। প্রাণ

বাঁচাতে তাঁরা ভবনের উপরতলা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

এইমস ট্রমা সেন্টার আরও জানিয়েছে, ভর্তি হওয়া ১৩ জনের মধ্যে ১০ জনই উদ্ধারকাজে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই দিল্লি পুলিশের কর্মী।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিনটি মৃতদেহ বার্নস ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় রাজনৈতিক মহল থেকেও শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমাজমাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, "মালব্য নগরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। স্থানীয় প্রশাসন ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে নিয়োজিত রয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। ঈশ্বর যেন শোকসন্তপ্ত

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কর্পোরেটরের বিরুদ্ধে শ্রমিক বিক্ষোভ নাগেরজলায় সংঘর্ষে আহত একাধিক

কর্মবিরতির ঘোষণা শ্রমিক নেতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন ।। আগরতলার নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডে শ্রমিকদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষে অন্তত তিন থেকে চারজন আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গেছে, ৮ নম্বর টাউন বড়দোয়ালি এলাকার অন্তর্গত নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডে দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি, শ্রমিক শোষণ, নেশাজাতীয় কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিএমএসের কর্মীরা বুধবার সকাল থেকে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে সকাল ৮টা থেকে কিছু সময়ের জন্য বাস পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, এর জেরেই একদল যুবক তাদের ওপর হামলা চালায়। হামলায় কয়েকজন শ্রমিক ও শ্রমিক নেতা আহত হন। আন্দোলনকারীদের দাবি, হামলাকারীরা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ এবং তাদের মদতেই এই ঘটনা ঘটেছে।

আহত শ্রমিক নেতা লিটন কর অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডে শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা উপেক্ষিত হচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, শ্রমিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে অর্থ আদায় করা হলেও তার কোনো স্বচ্ছ হিসাব দেওয়া হয় না বলেও দাবি করেন তিনি। এসব বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ জানাতেই তাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। এর সঙ্গে ৩৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভিজিৎ মল্লিক জড়িত বলে গুরুতর অভিযোগ করেন তিনি। লিটন কর আর বলেন, এলাকায় তোল্লাবাজি সহ বিভিন্ন সমাজবিরোধী কাজে জড়িত এই কাউন্সিলর। তাঁর দাবি, কাউন্সিলর অভিজিৎ মল্লিক ছাপ্পা ভোটে জয়ী হয়েছেন। লিটন কর ও তার স্ত্রী নিজে তাকে ৫ টা ছাপ্পা ভোট দিয়েছেন। ক্যামেরার সামনে এভাবেই হাটে হাড়ি ভাঙলেন ওই শ্রমিক

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বগলে ৫৯ বিধায়ক

বিরোধীদলের দাবি নিয়ে বিধানসভায় তৃণমূলের বহিস্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত

কলকাতা, ৩ জুন (আইএএনএস)।। হাওড়ার উলুবেড়িয়া (পূর্ব) কেন্দ্রের বহিষ্কৃত তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক রীতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার ৫৯ জন বিধায়কের সমর্থনপত্র নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পৌঁছলেন। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী নয়, বরং তাঁদের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীই বর্তমানে রাজ্যের প্রকৃত প্রধান বিরোধী শক্তি।

বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ রীতব্রত বিধানসভা চত্বরে পৌঁছন। এরপর একে একে তাঁর সমর্থনে স্বাক্ষরকারী বিধায়করাও সেখানে উপস্থিত হতে শুরু করেন।

সমর্থক বিধায়কদের দাবি, উত্তর কলকাতার এন্টালি কেন্দ্রের বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক সন্দীপন সাহাও যে কোনও মুহূর্তে বিধানসভায় পৌঁছতে পারেন।

এক মহিলা বিধায়ক বলেন, "সন্দীপন এলে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠক হবে। তারপর যা করণীয় তা করা হবে এবং পরে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হবে।"

মঙ্গলবার বিধানসভা চত্বরে এসে রীতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পরোক্ষভাবে এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিযোগ করেন যে, সোনারপুরে ৩০ মে হামলার ঘটনার পর তিনি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) নিরাপত্তা চাইছেন।

রীতব্রত বলেন, "তিনি কেমন জননেতা? ২৪ মে দলের ভরাডুবির পর ২৬ দিন বাড়িতে ছিলেন। এখন নিজের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চাইছেন। আগে বলতেন, সাধারণ মানুষই তাঁকে রক্ষা করবে। তাহলে এখন নিরাপত্তা চাওয়ার প্রয়োজন কেন?"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসকে কর্পোরেট ব্যবস্থাপনার ধাঁচে পরিচালনা করছেন এবং সম্পূর্ণভাবে আই-প্যাক (ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি)-এর উপর নির্ভরশীল।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ঠাকুমার সঙ্গে স্নানে গিয়ে মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ জুন ।। ঠাকুমার সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হলো সাত বছরের এক শিশুকন্যার। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ঋষ্যমুখ বিধানসভার মতাই কৃষ্ণপুর এলাকায়। মৃত শিশুর নাম ঈশিতা মিত্র (৭)।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে ঠাকুমার সঙ্গে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল ঈশিতা। স্নানের সময় অসতর্কতাবশত হঠাৎই সে গভীর জলে তলিয়ে যায়। বিষয়টি বুঝতে পেরে ঠাকুমা চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন ও স্থানীয়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে ফের নদী ভাঙনের আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন ।। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে দেও নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফের নতুন করে নদীভাঙনের ঘটনা সামনে এসেছে। কুমারঘাট দেও সেতু থেকে পুরনো শিবতলী যাওয়ার রাস্তার একাংশে নদীর পাড় ভেঙে নদীগর্ভে বিলীন হতে শুরু করেছে। বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই এই পরিস্থিতি স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দেও

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে বনদপ্তরের অভিযানে হামলা, গুরুতর জখম ৭ বনকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন ।। কাঞ্চনপুর মহকুমায় অবৈধ কাঠ পাচার রোধে বনদপ্তরের পরিচালিত এক বিশেষ অভিযান গভীর রাতে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। অভিযোগ, সেগুন কাঠ পাচারের সঙ্গে জড়িত একদল দুর্বৃত্ত বনদপ্তরের কর্মীদের উপর ধারালো অস্ত্র, বর্শা ও লাঠি নিয়ে হামলা চালায়। ঘটনায় ৭ জন বনকর্মী গুরুতরভাবে আহত হন এবং বনদপ্তরের দুটি সরকারি গাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঘটনাটি ঘটে কাঞ্চনপুর থানার অধীন চণ্ডীপুর এলাকায়। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সরকারি মালিকানাধীন বিপুল পরিমাণ মূল্যবান সেগুন কাঠ অবৈধভাবে পাচার করা হচ্ছেএমন গোপন খবরের ভিত্তিতে বনদপ্তরের একটি বিশেষ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাচারকারীদের আটক করার চেষ্টা করে।

অভিযোগ, বনকর্মীরা এলাকায় পৌঁছানোর পরই একদল কাঠ পাচারকারী ও তাদের সহযোগীরা সরকারি দলটিকে ঘিরে ফেলে। তারা বনদপ্তরের দুটি গাড়ি ভাঙচুর করে এবং পরে বনকর্মীদের উপর সংঘবদ্ধ হামলা চালায়। আহতদের মধ্যে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ক্ষুব্ধ রামনগর ৪নং বাসিন্দারা, রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন ।। আগরতলার রামনগর ৪ নম্বর রোডের শেষ প্রান্তে দীর্ঘ ৬ থেকে ৭ দিন ধরে ঘনঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। সমস্যার সমাধান না হওয়ায় মঙ্গলবার গভীর রাতে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত জরুরি পরিষেবা নম্বর ১৯১২-এ বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোন সংযোগ পাওয়া যায় না। ফলে সমস্যার কথা জানানো এবং দ্রুত সমাধান পাওয়ার ক্ষেত্রেও ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় সম্প্রতি দুটি বহুতল আবাসন (ফ্ল্যাট) নির্মাণ হলেও সেখানে পৃথক ট্রান্সফর্মার স্থাপন করা হয়নি। একই ট্রান্সফর্মার থেকে বিপুল সংখ্যক বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ায় অতিরিক্ত লোডের চাপ পড়ছে। এর ফলেই ট্রান্সফর্মারটি প্রায়ই বিকল হয়ে পড়ছে এবং বারবার বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে।

মঙ্গলবার রাতেও ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। পরে তাঁরা আইজিএম চৌমুহনীস্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরে গিয়ে প্রতিবাদ জানান। সেখান থেকে প্রগতি বিদ্যাভবন সংলগ্ন বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসেও গিয়ে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার পরও তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অবিলম্বে সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবি জানিয়ে তাঁরা সতর্ক করে দেন, দ্রুত

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রথমবার মিষ্টি আঙুর চাষে সাফল্য খুলছে কৃষিতে নতুন সম্ভাবনা ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন ।। ত্রিপুরার কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত হলো এক নতুন সম্ভাবনার অধ্যায়। রাজ্যে প্রথমবারের মতো সফলভাবে মিষ্টি আঙুর উৎপাদন হওয়ায় কৃষি বৈচিত্র্য ও বাণিজ্যিক ফলচাষে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।

এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার আরও ১৮টি আঙুরের জাতের পরীক্ষামূলক চাষ, গবেষণা সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

শনিবার ঊনকোটি জেলার চণ্ডীপুরে বাণিজ্যিক আঙুর চাষ

বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং নাবার্ড অর্থায়িত প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ। এ কথা বলেন।

এদিন মন্ত্রী প্রথমবারের মতো সফলভাবে মিষ্টি আঙুর উৎপাদিত একটি বাগান পরিদর্শন করেন এবং পরবর্তীতে কৃষকদের মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করেন।

পরে মন্ত্রী জানান, ভারতে আঙুরের গড় উৎপাদনশীলতা প্রতি হেক্টরে ২৪ মেট্রিক টন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ৪ জুন, ২০২৬ ইং
২০ জৈষ্ঠ্য, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ওষুধের সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দিল কেন্দ্র

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত বেশ কিছু কম্বিনেশন ওষুধের দাম নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকার নির্ধারিত এই দামগুলোর সাথে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিএসটি যুক্ত হইতে পারিবে। কোনো ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা বা ফার্মেসি এই বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে বেশি টাকা গ্রাহকদের কাছ থেকে নিতে পারিবে না।বাজারের পুরনো স্টক শেষ হয়ে নতুন মূল্যের ওষুধ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাইতে আগামী ৬০ থেকে ৯০ দিন সময় লাগিতে পারে বলিয়া জানানো হইয়াছে। এটি নিশ্চিতভাবেই লাখ লাখ সাধারণ মানুষের চিকিৎসার খরচ অনেকটাই কমাইয়া দিবে।বাজারে ৩০টি ওষুধের খুচরোমূল্য বাধিয়া দিল ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি। তালিকায় রয়েছে হৃদ্‌রোগের ওষুধ থেকে অ্যান্টিবায়োটিক, ডায়াবেটিসের ওষুধ, ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট-সহ বিভিন্ন ওষুধ। রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের অধীনস্থ ওষুধ বিভাগ থেকে সম্প্রতি এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইয়াছে।বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার নামোল্লেখ করিয়া সেই সংস্থার তৈরি ওষুধের খুচরোমূল্য বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 'ফার্মা সিন্থ ফর্মুলেশন্‌স'-এর তৈরি কোলেক্যালসিফেরল ওরাল সলিউশন (৬০,০০০ আইইউ)-এর প্রতি মিলিলিটারের দাম ধার্য করা হইয়াছে ১৫.৮৮ টাকা। একই রকম ভাবে তিরুপতি মেডিকেয়ারের তৈরি ভিটামিন ডি৩ ওরাল সলিউশন (৬০,০০০ আইইউ)-এর প্রতি মিলিলিটারের দাম ধার্য করা হইয়েছে ১৪.৯১ টাকা। ভিটামিন ডি৩-এর ওষুধের পাশাপাশি এনপিপিএ ক্যালশিয়াম, মিথাইলকোবালামিন, এল-মিথাইলফোলেট ক্যালশিয়াম এবং পাইরিডক্সাল-৫ যুক্ত ওষুধগুলিরও দাম বাধিয়া দিয়াছে। এই ওষুধগুলি সাধারণত হাড়ের ক্ষয় রোধ, ভিটামিনের অভাব এবং স্নায়ুর সমস্যার জন্য দেওয়া হইয়া থাকে।পাশাপাশি শরীরে লিপিড ঠিক রাখিতে ব্যবহৃত অ্যাটরভাস্ট্যাটিন এবং ফেনোফাইব্রেট ট্যাবলেটের প্রতিটির দাম ১৮.৪৬ টাকা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অ্যালার্জির চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিলাস্টিন ও মন্টেলুকাস্ট ট্যাবলেটের প্রতিটির দাম ২১.২২ টাকা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রক্তচাপ এবং হৃদ্‌রোগের সমস্যায় ব্যবহৃত বিসোপ্রোলল ফিউমারেট ও অ্যামলোডিপাইন ট্যাবলেটেরও প্রতিটির দাম ৯.৪০ টাকা স্থির করা হইয়াছে। এ ছাড়া ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত এমপাগ্লিফ্লোজিন, সিটাগ্লিপটিন এবং মেটফর্মিন এক্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেটের খুচরামূল্য প্রতি ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে ১৪.৮৮ টাকা বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে।বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, এই দামের সঙ্গে জিএসটি যোগ করা নাই। সংস্থাগুলি যদি জিএসটির আওতায় থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এই সর্বোচ্চ মূল্যের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিএসটি নিতে পারিবে। এ ছাড়া নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দাম নিলে আইনানুগ পদক্ষেপ করিবার কথাও বলা হইয়াছে।সাধারণ মানুষের পকেটের চাপ কমাইতে এবং জরুরি ওষুধ সবার নাগালের মধ্যে রাখিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল ফার্মাাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি এই অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপটি নিয়াছে।মূলত ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগের মতো ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদি অসুখের ওষুধ ছাড়াও এই তালিকায় রহিয়াছে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট এবং অ্যান্টিবায়োটিক।

প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন ডঃ এল মুরুগান

আইজল : ৩ জুন, ২০২৬: কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংসদীয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল. মুরুগান মিজোরামে সরকারি সফরের অংশ হিসেবে আজ কোলাসি জেলা পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের সময় তিনি ডিসি কনফারেন্স হলে বিভিন্ন এনজিও-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি মতবিনিময় সভা করেন এবং এই জেলায় উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। এই পর্যালোচনা সভায় কোলাসি-র ডেপুটি কমিশনার শ্রী এইচ. দোলিয়ানবুয়াইয়া এবং বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যালোচনায় ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ এল. মুরুগান বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, 'উত্তর-পূর্বের উন্নয়নই ভারতের উন্নয়ন'। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সড়ক যোগাযোগ এবং পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনগণের সেবা এবং জেলার উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য সরকারি কর্মকর্তা ও এনজিও প্রতিনিধিদের নিবেদিত প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

তিনি ক্রীড়া ও নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কথা তুলে ধরে ডঃ মুরুগান উল্লেখ করেন যে, বৈরাবি-সাইরাং রেললাইনটি চালু হয়েছে এবং রাজধানী এক্সপ্রেস এখন দিল্লি ও সাইরাংয়ের মধ্যে চলাচল করছে। তিনি বলেন, এই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা মিজোরামে পর্যটনকে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎসাহিত করেছে এবং দেশের অন্যান্য অংশ থেকে পর্যটকদের আগমন বাড়িয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, রাজ্যে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য মিজোরাম সরকার, ভারত সরকার এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার) নিবিড় সমন্বয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিরন্তর সমর্থনের ফলেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

ডঃ মুরুগান গোয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আই.এফ.এফ.আই) এবং অন্যান্য জাতীয় মঞ্চে মিজো চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অংশগ্রহণে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, মিজোরামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পর্যটন সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে, শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের এটিকে চিত্রগ্রহণের গন্তব্য হিসেবে অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হবে। তিনি আরও বলেন যে, সরকার প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে পর্যটন ও চলচ্চিত্র উভয়কেই এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জাতীয় উদ্যোগে বৃহত্তর জনঅংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে রুফটপ সোলার এনার্জি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত 'পিএম সূর্য ঘর: মুফত বিজলি যোজনা' বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

শিক্ষা প্রসঙ্গে ডঃ মুরুগান জ্ঞানার্জন ও বিকাশের ভিত্তি হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। ছাত্রছাত্রীদের ড্রপ আউটের হার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি শিশুদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করার জন্য অভিভাবক, শিক্ষক এবং সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে অবদান রাখার জন্য সমস্ত অংশীজনের প্রতিও আবেদন জানিয়েছেন, যার লক্ষ্য হলো স্বাধীনতার শতবর্ষের মধ্যে ভারতকে একটি পূর্ণাঙ্গ উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্জী

প্রতি বছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। এটি সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা তৈরি এবং পরিবেশ রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের একটি অন্যতম প্রধান উদ্যোগ। এই দিনটি সম্পর্কে কিছু মূল তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

উদ্দেশ্য: পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য সরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়া।

ইতিহাস: ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনে এই দিবসটি ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৪ সাল থেকে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা শুরু হয়।

গুরুত্ব: ক্রমবর্ধমান দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো বৈশ্বিক সমস্যাগুলো মোকাবিলায় এই দিনটি আমাদের দায়িত্ব মনে করিয়ে দেয়।

পরিবেশ ও জনজীবনে এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও অবিচ্ছেদ্য। পরিবেশ বলতে আমাদের চারপাশের সেই জগতকে বোঝায়, যা বায়ু, জল, মাটি, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল নিয়ে গঠিত। মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণভাবে পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল।

নিচে পরিবেশ ও জনজীবনে এর প্রভাব আলোচনা করা হলো:

১. পরিবেশ ও জনজীবনের সম্পর্ক মানুষের জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরাসরি পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকৃতি আমাদের খাদ্য, পানীয়, বাতাস এবং বাসস্থানের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে। পরিবেশ যখন সুস্থ থাকে, তখন জনজীবনও সমৃদ্ধ হয়। ২. জনজীবনে পরিবেশের ইতিবাচক প্রভাব স্বাস্থ্য ও পুষ্টি: একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ আমাদের বিশুদ্ধ বাতাস ও জল প্রদান করে, যা দীর্ঘায়ু এবং সুস্থ জীবনের মূল চাবিকাঠি। প্রাকৃতিক সম্পদ থেকেই আমরা প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য পাই।

মানসিক প্রশান্তি: প্রকৃতির সান্নিধ্য মানুষের মানসিক চাপ কমায়। সবুজ বনভূমি, নদ-নদী এবং খোলা আকাশ মানুষের কর্মক্ষমতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি: কৃষি, মৎস্যচাষ, পর্যটন এবং শিল্পায়নের জন্য পরিবেশের কাঁচামাল ও অনুকূল জলবায়ুর প্রয়োজন হয়। সুস্থ পরিবেশ টেকসই অর্থনীতির ভিত্তি। ৩. পরিবেশের অবক্ষয় ও নেতিবাচক প্রভাব বর্তমানে নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রতিযোগিতায় পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, যার কুফল জনজীবনকে বিপন্ন করছে:

জলবায়ু পরিবর্তন: বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ঘটছে। এটি উপকূলীয় অঞ্চলের জনজীবন এবং কৃষিকে সরাসরি ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।

স্বাস্থ্যঝুঁকি: বায়ু ও জল দূষণের ফলে শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি, ক্যান্সার এবং পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। অতিরিক্ত তাপদাহ বা 'হিটওয়েভ' সরাসরি মানুষের মৃত্যুঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। **খাদ্য নিরাপত্তা:** মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং অসময়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, যা সরাসরি খাদ্য সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

দুর্যোগের তীব্রতা: গাছপালা নিধনের ফলে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিধসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা ও পৌনঃপুনিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জনজীবনকে বারবার বিপর্যস্ত করছে। ৪. উত্তরণের উপায় জনজীবনকে নিরাপদ ও সুন্দর করতে পরিবেশ রক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

বৃক্ষরোপণ: ব্যাপকভাবে গাছ লাগানো এবং বনভূমি সংরক্ষণ করা।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ: প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, শিল্পকারখানার বর্জ্য পরিশোধন এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তির (যেমনসৌরশক্তি) দিকে ঝুঁকে পড়া।

সচেতনতা বৃদ্ধি: পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা এবং টেকসই জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়া। পরিবেশ হলো পৃথিবীর ফুসফুস। জনজীবন সুস্থ রাখতে হলে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা যদি পরিবেশের প্রতি যত্নশীল না হই, তবে অদূর ভবিষ্যতে মানবজাতি অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়বে। মনে রাখতে হবে, 'পরিবেশ বাঁচলে, বাঁচবে মানুষ।' ২০২৬ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

তারিখ: ৫ জুন, ২০২৬ (শুক্রবার)।

আয়োজক দেশ: আজারবাইজান (আজারবাইজানের বাকু শহরে মূল অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে)।

প্রতিপাদ্য (Theme): এবারের প্রতিপাদ্য হলো ''Inspired by Nature. For Climate. For Our Future'' (প্রকৃতি থেকে অনুপ্রাণিত। জলবায়ুর জন্য। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য)।

মূল লক্ষ্য: এই বছরের দিবসের মূল ফোকাস হলো জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর মোকাবিলায় প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানের ওপর জোর দেওয়া। বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা এবং জলবায়ু সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে মানুষ ও পৃথিবীর সুরক্ষায় দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বার্তা দেওয়া হচ্ছে।

দিবসটির গুরুত্ব: জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (UNEP) অধীনে পালিত এই দিবসটি ১৯৭২ সালে শুরু হয়। প্রতি বছর ৫ জুন এটি বিশ্বব্যাপী পালন করা হয় যাতে সাধারণ মানুষ, সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থা পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং পরিবেশ সুরক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ২০২৬ সালের এই দিবসটি আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় আমাদের সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপগুলো এখন অত্যন্ত জরুরি। বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ জুন) কেবল একটি তারিখ নয়, এটি আমাদের পৃথিবীকে রক্ষা করার অঙ্গীকার নেওয়ার দিন। এই দিনটিকে অর্থবহ করে তুলতে আমরা ব্যক্তিগত এবং সামাজিকভাবে বেশ কিছু কর্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারি: ১.ব্যক্তিগত পর্যায়ে করণীয় **বৃক্ষরোপণ:** অন্তত

একটি চারাগাছ রোপণ করুন এবং সেটির যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব নিন। আপনার বাড়ির আঙিনায় বা বারান্দায় ছোট বাগান করতে পারেন।

প্লাস্টিকের ব্যবহার বর্জন: ''একবার ব্যবহারযোগ্য'' প্লাস্টিক (যেমন: প্লাস্টিক ব্যাগ, স্ট্র, জলের বোতল) পুরোপুরি বর্জন করার চেষ্টা করা। কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তুলুন।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: বাড়িতেই জৈব এবং অজৈব বর্জ্য আলাদা করার অভ্যাস করা। ভেজা বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরি করা। বিদ্যুৎ ও জলের সাশ্রয়: অপ্রয়োজনে ফ্যান, লাইট বন্ধ রাখা এবং জলের অপচয় কমানোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ কমান। পরিবেশবান্ধব যাতায়াত: সম্ভব হলে স্বল্প দূরত্বের যাতায়াতে পায়ে হাঁটা বা সাইকেল ব্যবহার করা। এতে কার্বন নিঃসরণ কমে। ২.সামাজিক বা সচেতনতামূলক কার্যক্রম **পরিচ্ছন্নতা অভিযান:** স্থানীয় কোনো পার্ক, খেলার মাঠ বা জলাশয় পরিষ্কার করার জন্য বন্ধুদের সাথে মিলে একটি ছোট উদ্যোগ গ্রহণ করা। **সচেতনতা বৃদ্ধি:** সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব নিয়ে পোস্ট করুন। কী কী পরিবর্তন আনা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা অন্যদের সাথে শেয়ার করা, যাতে তারা অনুপ্রাণিত হয়।

পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা: পরিবার বা কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ পরিবর্তনের প্রভাব এবং উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনার আয়োজন করা।

স্থানীয় উদ্যোগকে সমর্থন: স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে জৈব পণ্য কেনা বা পরিবেশ রক্ষা নিয়ে কাজ করা কোনো সংস্থাকে সময় বা অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করা। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো সচেতনতা বৃদ্ধি , আমাদের অভ্যাসে স্থায়ী পরিবর্তন আনা। একদিন নয়, বরং সারা বছর পরিবেশের প্রতি যত্নশীল থাকাই হোক এই দিবসের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ভারতের রাজনীতিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি' কেন আলোচনায়

জোয়া মতিন, দিল্লি

ভারতীয় রাজনীতিতে এক অদ্ভুত চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছে- সেটি হলো ককরোচ বা আরশোলা, অথবা তেলাপোকা। একগুঁয়ে, যাকে নিশ্চিহ্ন করা অসম্ভব এবং মানুষ ভীষণভাবে অপছন্দ করে এমন এক কীটকে সামনে রেখেই তৈরি হয়েছে এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মক প্ল্যাটফর্ম, যার নাম ''ককরোচ জনতা পার্টি'' বা সিজেপি। এক সপ্তাহেরও কম সময়ে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম লাখ লাখ ফলোয়ার পেয়েছে এবং মূলধারার গণমাধ্যমের দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, এর আবির্ভাব প্রবীণ রাজনীতিবিদদেরও নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করেছে বৈকি।

তবে সিজেপি কোনো আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল নয়। বরং এটাকে রাজনৈতিক ব্যঙ্গবিদ্রূপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক জাতীয় অনলাইন আন্দোলন হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর সদস্যপদের জন্য বেশ কয়েকটা শর্তও রয়েছে যা রসিকতায় মোড়া। যেমন সদস্য হতে গেলে বেকার, অলস, সারাক্ষণ অনলাইনে সক্রিয় থাকাটা আবশ্যক। একইসঙ্গে 'পেশাগতভাবে র‍্যান্ট- এর ক্ষমতা'ও তাদের থাকতে হবে।

র‍্যান্ট বলতে বোঝায় নানা বিষয় নিয়ে অভাব-অভিযোগ তুলে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকা, বা উচ্চস্বরে ক্ষোভ প্রকাশ। ককরোচ জনতা পার্টি-র নেপথ্যে রয়েছেন বোস্টন ইউনিভার্সিটির ছাত্র ও পলিটিক্যাল কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটিজিস্ট অভিজিৎ দীপকে। পলিটিক্যাল কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটিজিস্ট হলো এমন এক বিশেষজ্ঞ যিনি কোনো রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক দল বা অধিকার রক্ষা করে এমন সংগঠনের হয়ে বার্তা তৈরি ও জনসংযোগের কাজ করেন এবং তা বাস্তবায়নে সাহায্য করেন।

মি. দীপকে জানিয়েছেন নেহাতই মজার ছলে বিষয়টা মাথায় এসেছিল তার। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে তিনি আম আদমি পার্টির সঙ্গে কাজ করতেন। ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই এই রাজনৈতিক সংগঠনের আবির্ভাব এক দশকেরও বেশি আগে। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের হাত ধরে জন্ম নিয়েছিল আম আদমি পার্টি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই দলের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বিবিসি মারাঠিকে অভিজিৎ দীপকে বলেছেন, 'আমি ভেবেছিলাম আমাদের সবার একত্রিত হওয়া উচিত, হয়তো একটা প্ল্যাটফর্ম শুরু করা যেতে পারে।' এরপর যা ঘটে সেটা প্রত্যাশা করেননি মি. দীপকে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সিজেপি-র গুগল ফর্মের মাধ্যমে হাজার হাজার সদস্য যুক্ত হন। ম্যায়ভিককরোচ (আমিও আরশোলা) এই ''হ্যাশট্যাগ'' চালু হয় এবং তা বহু বিরোধী নেতাদের সমর্থনও পেতে শুরু করে। বুধবার, সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করেন- বিজেপি বনাম সিজেপি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বাইরেও ''সিজেপি'' নিয়ে আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কিছুটা নাটকীয়ভাবে এবং প্রতীকী স্বরূপ আরশোলার বেশে হাজির হন। বৃহস্পতিবার সিজেপি-র ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের ফলোয়ার সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যায়। সদস্য সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত বিজেপি-র অফিশিয়াল অ্যাকাউন্টকে ইতিমধ্যে টেক্কা দিয়েছে সিজেপি। ইনস্টাগ্রামে বিজেপির ফলোয়ারের সংখ্যা প্রায় ৮.৭ মিলিয়ন বা ৮৭ লাখ।

তবে, এক্স হ্যান্ডেলে সিজেপি-র অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে না, যদিও এর দুই লাখের বেশি ফলোয়ার রয়েছে। যারা ওই অ্যাকাউন্ট খুঁজে দেখার চেষ্টা করছেন তাদের জানানো হচ্ছে 'এক আইনি দাবির পরিপ্রেক্ষিতে' ওই অ্যাকাউন্ট স্থগিত রাখা হয়েছে। সিজেপি-র উত্থানের গতি ও ব্যাপকতা অনেককেই অবাক করেছে। কিন্তু এই ককরোচ জনতা পার্টি মাঠপর্যায়ে ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তনে প্রভাব ফেলতে পারে- তেমন ইঙ্গিত কিন্তু এখনো মেলেনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফলোয়ারের নিরিখে সিজেপি অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে ছাড়িয়ে গেলেও বিজেপি এবং বিরোধী কংগ্রেসই কিন্তু ভারতের প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি। গোটা দেশে লক্ষ লক্ষ সক্রিয় সদস্য রয়েছে এই দলগুলোর। তা সত্ত্বেও, সিজেপি-র গতি বেড়েই চলেছে। বহুলভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং ভিন্ন মতাদর্শীদের কাছে সহজ নয়- এমন এক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সিজেপি অনেকটা 'তাজা বাতাসের' মতো বলেই মনে করছেন সমর্থকেরা। এই সমর্থকদের মধ্যে মহুয়া মৈত্র এবং কীর্তি আজাদের মতো বিরোধী রাজনীতিবিদ যেমন আছেন, তেমনই রয়েছেন প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। সমালোচকরা অবশ্য একে বিরোধী দলের সঙ্গে যোগ রয়েছে এমন এক অনলাইন রাজনৈতিক থিয়েটার দল বলে আখ্যা দিয়েছেন। অভিজিৎ দীপকের সঙ্গে আমআদমি পার্টির অতীতের সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত তারা পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন যে এটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নয়, বরং অতি সন্তর্পণে মোড়ানো ডিজিটাল রাজনীতি।

''জেন-জি''দের নতুন প্ল্যাটফর্ম

তবে এতদিন ভারতের অনেক তরুণই বলতেন যে তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্রমাগত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বিষয়ের সংস্পর্শে আসছেন বটে, কিন্তু রাজনীতি এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে তাদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব নেই। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার বাইরে গিয়ে সিজেপি কোথাও একটা তরুণদের প্রতিনিধিত্বের একটা প্রতীক হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

বিশ্বের যেসব দেশে তরুণ জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে অন্যতম ভারত। যার ১.৪ বিলিয়ন বা ১৪০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বয়স ৩০ বছরের নিচে। তবুও আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ সীমিত।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ২৯ শতাংশ তরুণ ভারতীয় সম্পূর্ণভাবেই রাজনৈতিক সক্রিয়তা থেকে দূরত্ব রেখে চলে এবং মাত্র ১১ শতাংশ তরুণ কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিল।

'মানুষ হতাশ, কারণ তারা মনে করেন তাদের কথা শোনা হয় না বা তাদের প্রতিনিধিত্ব নেই,' মি. দীপকে বলেছিলেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে তরুণদের নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের ঢেউ দেখা গেছে যা শ্রীলঙ্কা, নেপাল এবং বাংলাদেশে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। এই ক্ষোভের মূলে ছিল চাকরির সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধির মতো ইস্যু। ভারত এই জাতীয় পরিস্থিতি এখনো পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলেও এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে যে চাপ অনুভূত হয়নি তা নয়। দ্রুত বর্ধনশীল এই অর্থনীতি একাধিক উদ্বেগের মুখোমুখি হয়েছে। এই তালিকায় আছে- কর্মসংস্থান, বৈষম্য এবং ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির মতো ইস্যু।

প্রাপ্তবয়স্ক হতে চলেছে এমন প্রজন্মের কাছে শিক্ষা এখন আর স্থিতিশীলতার গ্যারান্টি দেয় না। অন্যদিকে, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও তাদের কাছে ক্রমশ ভঙ্গুর বলে বোধ হয়। যদিও মি. দীপকে এই বিষয়ে নেপাল বা শ্রীলঙ্কার অভ্যুত্থানের সঙ্গে ভারতের তুলনা করতে চাননি। তিনি বলেছেন, ভারতের পরিস্থিতি অন্যরকম। তার যুক্তিতে ভারতীয় তরুণদের মধ্যে হতাশা রয়েছে, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম ভিন্ন। মূলত অনলাইনে তারা ক্ষোভ-হতাশা প্রকাশ করেন এবং সেটাও একত্রে নয়, বরং ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তার কথায়, 'জেন-জি ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বিষয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে এবং তারা এমন এক রাজনৈতিক ফ্রন্ট তৈরি করতে চায়, যার ভাষা নিজেরা বুঝতে পারে।' সিজেপি-র ওয়েবসাইট কিন্তু সেই চিন্তাধারাকেই প্রতিফলিত করে। সিজেপি-র ওয়েবসাইট পড়লে ইশতেহার বলে মনে হয় না, বরং ইন্টারনেটে যে ধরনের কথাবার্তা পড়তে আমরা অভ্যস্ত তারই প্রতিফলন নজরে আসে। সিজেপি নিজেকে 'অলস এবং বেকারদের কণ্ঠস্বর' হিসেবে বর্ণনা করে। পাশাপাশি একে 'জিরো স্পনসর', অর্থাৎ এর নেপথ্যে কোনো স্পনসর নেই বলে দাবি করে। নিজেকে 'একগুঁয়েদের ঝাঁক' বলে আখ্যা দেয় এবং যারা 'সব ঠিক আছে ভান করতে ক্লান্ত তাদের পক্ষ থেকে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের পরে আলোচনায় তেলাপোকা ''ককরোচ জনতা পার্টি'' নামটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কথা মাথায় রেখে প্যারোডি বা বিদ্রূপ করেই দেওয়া বলে মনে হয়। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে। সমালোচকরা এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ করেছে যে এই সময়কালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার হ্রাস পেয়েছে। এই অভিযোগ অবশ্য বিজেপি অস্বীকার করে এসেছে। গত সপ্তাহে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বিতর্কিত মন্তব্যের পর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে আরশোলা। এক মামলার শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এক আইনজীবীর আচরণে অসন্তুষ্ট হন। ওই আইনজীবী অভিযোগ করেছিলেন যে দিল্লি হাইকোর্ট জ্যেষ্ঠ আইনজীবীদের তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব করছে। তার দাবি ছিল, এর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার সংক্রান্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে আদালতের ওই বেঞ্চ জানায়, ''সিনিয়র অ্যাডভোকেট''-এর পদমর্যাদা আদালতের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়, এটা কোনো মর্যাদার প্রতীক নয়।

বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ বলে, 'সমাজে ইতোমধ্যেই পরজীবী রয়েছে যারা ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ করে। আপনিও কি তাদের দলে যোগ দিতে চান? এমন কিছু যুবক আছে যারা কর্মসংস্থানের অভাব এবং নিজেদের পেশায় জায়গা করে নিতে না পারার কারণে তেলাপোকার মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।' 'তাদের মধ্যে কেউ গণমাধ্যমে কাজ শুরু করে, কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় হয়, কেউ আরটিআই (রাইট টু ইনফর্মেশন) কর্মী হয়, কেউ অন্য ধরনের অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে ওঠে এবং তারপর সবাইকে আক্রমণ করতে শুরু করে।' পরে অবশ্য প্রধান বিচারপতি বিষয়টা স্পষ্ট করে দেন যে, তিনি মূলত ''ভুয়া ও জাল ডিগ্রিধারী'' ব্যক্তিদের কথা বলছিলেন, বৃহত্তর অর্থে ভারতের যুবসমাজকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলেননি। তার মন্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কিন্তু ততক্ষণে মন্তব্যগুলো অনলাইনে বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং একে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন ক্ষোভ ও কৌতুক শুরু হয় তেমনই এর হাত ধরে জন্ম নেয় ''ককরোচ জনতা পার্টি'' নামক এক মজাদার রাজনৈতিক চিন্তার। হাস্যরসের মাধ্যমে গুরুতর রাজনৈতিক দাবি সিজেপির রয়েছে উপহাস করার প্রবণতা, ইচ্ছাকৃত রুক্ষ উপস্থাপনা এবং এমন ভাষা যেটাকে কোনো প্রতিষ্ঠানের ভাষ্যের চেয়ে বরং একটি অভ্যন্তরীণ রসিকতার মতো মনে হয়। তবুও, এই হাস্যরসের ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে চেনা সব রাজনৈতিক দাবি- জবাবদিহিতা, গণমাধ্যম সংস্কার, নির্বাচনী স্বচ্ছতা এবং নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি। এগুলোর পাশাপাশি রয়েছে ''ডুমস্ক্রলিং'' বা ক্রমাগত স্ক্রল করতে করতে নেচিবাচক কনটেন্ট দেখার প্রবণতা, বেকারত্ব এবং সামগ্রিক রাজনৈতিক ক্লান্তি নিয়ে আত্ম- বিদ্রূপধর্মী রসিকতা। ব্যঙ্গ ও আন্তরিকতার মাঝামাঝি এই সুরটিই এর আকর্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রসিকতাগুলো কার্যকর হয়ে ওঠে, কারণ এর অন্তর্নিহিত হতাশাগুলো আমাদের কাছে পরিচিতচাকরি, বৈষম্য, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে কেন্দ্র করে সেগুলো গড়ে ওঠে। অনেকের মতে সিজেপি তার প্রতিনিধিত্বের জন্য যে ম্যাসকট বা প্রতীকী চরিত্র বেছে নিয়েছে তা-ও অর্থবহ। ''তেলাপোকা'' বীর নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষীও না। তবে এর কিছু বিশেষত্ব চোখে পড়ার মতো; যেমন এই জীব সহনশীল, অভিযোজনক্ষম এবং খুব কম প্রত্যাশা নিয়েও প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম। তবে হাস্যরস এবং রাজনীতির এই মিশেল নতুন নয়। ইতালিতে, কৌতুক অভিনেতা বেপ্পে গ্রিলো ফাইভ স্টার মুভমেন্টে প্রতিষ্ঠা- বিরোধী হাস্যরসকে তুলে ধরেছিলেন। অন্যদিকে, ইউক্রেনে ভলোদিমির জেলেনস্কি টেলিভিশনে কাল্পনিক প্রেসিডেন্টের চরিত্রে অভিনয় থেকে বাস্তব নেতা ওঠেন। আবার যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতায় থাকাকালীন বারবার এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে ব্যঙ্গ নিজেই এখন রাজনৈতিক বাস্তবতার নিচে চাপা পড়েছে; এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে বাস্তবকেই প্যারোডি বলে মনে হয়। ভারতের অবশ্য সেটা আকার পেয়েছে অনলাইন মাধ্যমের হাত ধরে। হ্যাশট্যাগ এবং বিদ্রূপাত্মক হতাশা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে মিম। আন্দোলনের মাধ্যম হয়ে উঠেছে পোকা-মাকড়ের থিমযুক্ত ককরোচ জনতা পার্টি।

প্রথম নজরে, একে অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। তবে ভারতীয় রাজনীতিতে এটা পুরোপুরি অযৌক্তিক নয়। এখানকার রাজনীতিবিদদের দীর্ঘদিন ধরে হিমালয়ের গুহায় ধ্যান করতে দেখা গিয়েছে। বিধায়কদের বাসে আটকে রাখা বা হোটেলে লুকিয়ে রাখার পর তাদের দল বদলাতেও দেখা গেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর অনলাইন প্রচারাভিযান যাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায় সেই ভাবে তৈরি করা। এই উদ্দেশ্যগুলো হাসিল করতে সেগুলো অতি সাবধানতার সঙ্গে কোরিওগ্রাফ করা। নজর কাড়া স্লোগানও রয়েছে বৈকি। তরুণদের হতাশা প্রকাশের মাধ্যম?

এই পরিস্থিতিতে পোকা-মাকড়ের থিমযুক্ত রাজনৈতিক সমষ্টিকে অদ্ভুতভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। কেন এত দ্রুত সিজেপি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তা-ও সহজে অনুমান করা যায়। এর কারণ এটা নয় যে ভারতীয় তরুণরা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল চাইছে, বরং এটাই মনে হয় যে তারা নিজেদের হতাশা প্রকাশের ভাষা খুঁজছে।

মি. দীপকে বলেন, 'আমি মনে করি সিজেপি একটা সূচনা মাত্র। তরুণরা বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরক্ত এবং আরো অনেক যুব সংগঠন এরপর এগিয়ে আসবে।'

অনেকেই অবশ্য এই প্ল্যাটফর্ম বা দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান। তাদের মতে সিজেপি-র উত্থান যত দ্রুত, এর ম্লান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও ততটাই। তবে সে যাই হোক না কেন, সিজেপি ইতোমধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে অস্বাভাবিক কিছু একটা করে ফেলেছে- সংক্ষিপ্তভাবে হলেও এটা তরুণদের মধ্যে এই অনুভূতি এনে দিয়েছে যে তারা এখন দৃশ্যমান। এর আগের যুগে তরুণ প্রজন্ম ক্ষোভ প্রকাশ করতে ইশতেহার তৈরি করত; আর ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে তারা পোকা-মাকড়ের ম্যাসকট দিয়ে মিম-ভিত্তিক দল তৈরি করে। প্রতিবাদ যদিও একই থাকে।

প্রতিবেদনে সহায়তা করেছেন বিবিসি মারাঠির আশয় ইয়েডগে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার বাবা লোকনাথের তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলা লোকনাথ মন্দিরে পূণার্থীদের ভিড়। ছবি নিজস্ব।

বেআইনিভাবে ভাড়াবাড়ি দখলের অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার

কলকাতা, ৩ জুন (আইএএনএস): বেআইনিভাবে ভাড়াবাড়ি দখল করে থাকার অভিযোগে বুধবার গ্রেফতার করা হল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার-কে। কলকাতার উপকণ্ঠে সল্টলেকের একটি ভাড়াবাড়ি সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বিধাননগর (উত্তর) থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যে বাড়িতে জয়প্রকাশ মজুমদার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করছিলেন, সেই বাড়ির মালিক সম্প্রতি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া না দেওয়ার পাশাপাশি বাড়ি খালি করার কথা বললে তিনি রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর হুমকি দিতেন এবং দুর্ব্যবহার করতেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০১৪ সালে জয়প্রকাশ মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী ওই বাড়িতে তুলনামূলক কম ভাড়ায় থাকতে শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই তিনি ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেন। বাড়ির মালিক ভাড়া পরিশোধ বা বাড়ি খালি করার অনুরোধ জানালে তাঁকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো হতো বলেও অভিযোগ।

বাড়িটির মূল মালিক ছিলেন অভিযোগকারিণীর স্বামী। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়ির মালিকানা বর্তায় তাঁর স্ত্রীর হাতে।

বুধবার বাড়ির একটি অংশে তালা দেওয়াকে কেন্দ্র করে জয়প্রকাশ মজুমদার এবং বাড়ির মালিকের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারাও ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদে সামিল হন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে জয়প্রকাশ মজুমদার গাড়ি নিয়ে এলাকা ছাড়ার চেষ্টা করেন। তখন প্রতিবাদী প্রতিবেশীরা তাঁর গাড়ির চাবি কেড়ে নেন। পরে জনরোষের মুখে তিনি দ্রুত বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

তবে স্থানীয়দের বিক্ষোভ থামেনি। খবর পেয়ে বিধাননগর (উত্তর) থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে আটক করে এবং পরে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য, জয়প্রকাশ মজুমদারের রাজনৈতিক জীবন বেশ বৈচিত্র্যময়। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি-তে যোগ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দলের রাজ্য সহ-সভাপতির দায়িত্বও সামলান। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে বিজেপি তাঁকে সাসপেন্ড করে।

এরপর তিনি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-এ যোগ দেন এবং দল তাঁকে রাজ্য সহ-সভাপতির পদে নিয়োগ করে।

‘যোগাসনকে খেলাধুলা হিসেবেই দেখতে হবে’: প্রধানমন্ত্রী মোদির বার্তা তুলে ধরলেন যোগাসন ভারতের সভাপতি উদিত শেঠ

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (আইএএনএস): যোগাসনকে আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত ক্রীড়া হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ করছে ভারত। এই প্রচেষ্টার অন্যতম মুখ উদিত শেঠ মনে করেন, যোগাসনের ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা বা পদকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো, বাণিজ্যিক স্থায়িত্ব এবং বিশ্বমানের উপস্থাপনা গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য।

আইএএনএস-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে যোগাসন ভারতের সভাপতি এবং বিশ্ব যোগাসন-এর সহ-সভাপতি উদিত শেঠ জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতীয় ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ-এর সমর্থন যেগাসনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তিনি বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন, যোগাসনের কথা যখন বলা হবে, তখন সেটিকে একটি ক্রীড়া হিসেবেই দেখতে হবে। এটিকে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না। এটি আন্তর্জাতিক হতে হবে, শক্তিশালী ফেডারেশন কাঠামো থাকতে হবে, বিশ্বমানের ধারাভাষ্য থাকতে হবে এবং আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ সর্বাধিক করতে হবে।”

উদিত শেঠের মতে, এই স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি যোগাসনকে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক বা স্বাস্থ্যচর্চার পরিসর থেকে বের করে এনে একটি প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।

তিনি আরও জানান, সারা দেশে যোগাসনের প্রসারে এসএআই-এর বিভিন্ন কর্মসূচি এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

যোগাসন সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা ভাঙতে গিয়ে শেঠ বলেন, “প্রথমেই বুঝতে হবে, যোগ এবং যোগাসন এক জিনিস নয়।”

তাঁর ব্যাখ্যায়, যোগ একটি বিস্তৃত দর্শন, যার মধ্যে ধ্যান, প্রাণায়াম এবং নানা আধ্যাত্মিক অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, যোগাসন একটি কাঠামোবদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া, যেখানে নির্দিষ্ট নিয়ম ও স্কোরিং পদ্ধতির ভিত্তিতে আসন প্রদর্শনের মূল্যায়ন করা হয়।

বর্তমানে যোগাসনে নির্দিষ্ট বিচারব্যবস্থা, কঠিনতার স্তর, চ্যালেঞ্জ রাউন্ড, ইলেকট্রনিক স্কোরিং সিস্টেম এবং একাধিক প্রতিযোগিতা বিভাগ রয়েছে। ব্যক্তিগত, জুটি, রিদমিক ও আর্টিস্টিক বিভাগে প্রতিযোগীরা অংশ নেন।উদিত শেঠ মনে করেন, আধুনিক ক্রীড়া জগতে শুধু অংশগ্রহণ যথেষ্ট নয়; দর্শকদের আকৃষ্ট করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।তাঁর কথায়, “যদি দর্শক চ্যানেল বদলে দেন, তাহলে আমরা শেষ। তাই সম্প্রচারকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও ভাবতে হবে। কী ধরনের গল্প বলা হবে, কীভাবে আমাদের নিজস্ব নায়ক তৈরি হবে যোগাসনেরও নিজস্ব শচীন তেন্ডুলকর বা ডেভিড বেকহ্যাম দরকার।”

এই লক্ষ্যেই লাইভ স্কোরিং, উন্নত গ্রাফিক্স, রিপ্লে প্রযুক্তি, অগমেন্টেড রিয়্যালিটি এবং ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি-র মতো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে যোগাসন ভারত।

শেঠের মতে, ধারাভাষ্য বা কমেন্টি এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তিনি বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাতেও এই বিষয়টি উঠে এসেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ধারাভাষ্য বিশ্বমানের হতে হবে, যাতে দর্শকরা যেমন শিক্ষা পান, তেমনই বিনোদিতও হন।”

যোগাসনকে শুধু ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে নয়, বরং আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও ক্রীড়া ব্যবস্থার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সংগঠনটি উদিত শেঠ জানান, বিভিন্ন দেশের সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, কোচিং কাঠামো গঠন এবং আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমি তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

এসডিএম অফিসে কর্মচারীদের দেরিতে উপস্থিতির অভিযোগ ক্ষোভ সাধারণ মানুষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ জুন: উদয়পুর মহকুমা শাসক (এসডিএম) কার্যালয়ে কর্মচারীদের সময়মতো উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বুধবার সকালে নির্ধারিত অফিস সময় পার হওয়ার পরও কার্যালয়ের একাধিক আসন ফাঁকা দেখা যায় বলে অভিযোগ উঠেছে।জানা গেছে, সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী সকাল সাড়ে ৯টা থেকে অফিসের কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত বেশ কয়েকজন কর্মচারী নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। এর ফলে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজের জন্য অফিসে আসা সাধারণ মানুষকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন পরিষেবা প্রত্যাশীরা।স্থানীয়দের দাবি, সরকারি দপ্তরে এ ধরনের অনিয়মের কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে এবং পরিষেবা ব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সময়মতো কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে প্রশাসনের আরও কঠোর নজরদারির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই নজর রয়েছে সাধারণ মানুষের।

উদয়পুরে চুরি যাওয়া দুই মোটরবাইক উদ্ধার, অধরা অভিযুক্তরা; পৃথক অভিযানে চোরাই চিপসসহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ জুন: উদয়পুর মহকুমায় পরপর মোটরবাইক চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হলেও পুলিশের তৎপরতায় চুরি যাওয়া দুটি মোটরবাইক উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে এই ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের এখনও গ্রেফতার করা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ২১ এপ্রিল উদয়পুর পুলিশ লাইন এলাকা থেকে একটি কেটিএম মোটরবাইক চুরি হয়ে যায়। এর পরদিন, ২২ এপ্রিল উদয়পুরের ১ নম্বর ফুলকুমারী এলাকা থেকে একটি পালসার মোটরবাইক চুরির ঘটনা ঘটে। উভয় ক্ষেত্রেই বাইকের মালিকরা রাধাকিশোরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগের ভিত্তিতে রাধাকিশোরপুর থানার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়।তদন্তের অগ্রগতিতে গত ৩১ মে কলমছড়া থানার সহযোগিতায় চুরি হওয়া কেটিএম বাইকটি উদ্ধার করা হয়। একইদিনে নাইট পেট্রোলিং চলাকালীন ধজনগর এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় অপর চুরি যাওয়া পালসার বাইকটিও।যদিও উভয় মোটরবাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ, তবে চুরির সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্তদের এখনও শনাক্ত ও গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।বুধবার রাধাকিশোরপুর থানায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়, রাধাকিশোরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি সঞ্জীব লস্কর এবং সাব-ইন্সপেক্টর দেবাঞ্জন মজুমদারের উপস্থিতিতে উদ্ধার হওয়া দুটি মোটরবাইক তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়।

এদিকে, পৃথক এক অভিযানে গত ৩০ মে সংবাদকর্মীদের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে টেপানিয়া এলাকায় আগরতলা-উদয়পুর জাতীয় সড়কের পাশে একটি বোলেরো গাড়িতে অবৈধভাবে চোরাই চিপস পরিবহনের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। আটককৃতদের নাম জাংসু মিয়া এবং সুমন মিয়া।পুলিশ বোলেরো গাড়িসহ তাদের রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে তাদের বিরুদ্ধে চুরি চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি পুলিশের। ঘটনাটির তদন্তও বর্তমানে চলছে।

উদয়পুর মহকুমায় ক্রমবর্ধমান চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ থাকলেও সাম্প্রতিক উদ্ধার অভিযানে পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আগামী দিনেও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তর দ্রুত সমস্যার সমাধানে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মৃত্যু শিশুর

● প্রথম পাতার পর

যুবকরা ছুটে আসেন। এরপর পুকুরে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় যুবকদের তৎপরতায় দ্রুত বাইকে করে তাকে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শিশুকন্যার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতাল চত্বরে শোকের ছায়া নেমে আসে। কান্নায় ভেঙে পড়েন ঈশিতার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সাত বছরের ঈশিতার এই অকাল মৃত্যুতে মতাই কৃষ্ণপুর এলাকায় গভীর শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

যুবরাজনগরে স্বচ্ছতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে উত্তর জেলার যুবরাজনগর আর.ডি. ব্লকের উদ্যোগে আনন্দবাজার এলাকায় এক বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। “স্বচ্ছ গ্রাম, সুরক্ষিত জলবায়ু” শীর্ষক এই কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।অভিযানে অংশগ্রহণকারী জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকাজুড়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশ নেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ রক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন বার্তা প্রচার করা হয়।বক্তারা বলেন, পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকারেরনয়, সমাজের প্রতিটি মানুষের। অপরিচ্ছন্নতাকে পরিহার করে নিজেদের আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি গ্রাম যদি স্বচ্ছ ও সুন্দর হয়ে ওঠে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ জনসাধারণের ব্যবহৃত স্থানগুলো পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, তাহলে একটি সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব বলেও মত প্রকাশ করেন তাঁরা।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়িকা মলিনা দেবনাথ, যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অপর্ণা সিনহা, যুবরাজনগর ব্লকের বিডিও প্রসেনজিৎ মালাকারসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। স্বচ্ছতা অভিযানকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

পাঞ্জাবে পদ্ম ফোটাতে হবে, কেবল সিং ধিলোঁর নিয়োগে আশাবাদী রবনীত সিং বিট্টু

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (আইএএনএস): পাঞ্জাব বিজেপির নতুন সভাপতি হিসেবে কেবল সিং ধিলোঁর নিয়োগকে স্বাগত জানিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টু বুধবার একে দলের জন্য ‘‘আনন্দের মুহূর্ত” বলে অভিহিত করেছেন। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে ধিলোঁর নেতৃত্বে রাজ্যে বিজেপির সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে।

ধিলোঁর দায়িত্ব গ্রহণ প্রসঙ্গে বিট্টু বলেন, ‘‘আজ বিজেপি এবং পাঞ্জাবের জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন। দলের পক্ষ থেকে তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জাখর সাহেবের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মালওয়া অঞ্চলের নেতা সর্দার কেবল সিং ধিলোঁকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।”

দলের নির্বাচনী লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘‘পদ্ম আমাদের প্রতীক। পদ্ম ইতিমধ্যেই ফুটেছে, এবার পাঞ্জাবেও পদ্ম ফোটাতে হবে।”

আসন্ন পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ধিলোঁর নিয়োগকে বিজেপির একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। রাজ্যে নিজেদের রাজনৈতিক ভিত্তি আরও বিস্তৃত করাই দলের মূল লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ আলোচনার পর কেবল সিং ধিলোঁর নাম চূড়ান্ত করা হয়। সভাপতি পদে তিনজন শীর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রাক্তন পাঞ্জাব বিজেপি সভাপতি ও বিধায়ক অশ্বিনী শর্মা, যিনি রাজ্যে দলের অন্যতম পরিচিত হিন্দু মুখ হিসেবে বিবেচিত।

দীর্ঘদিন ধরে পাঞ্জাবে বিজেপির নেতৃত্ব মূলত হিন্দু নেতাদের হাতেই ছিল। তবে নির্বাচনের আগে দল জাট শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ধিলোঁর নিয়োগ সেই বৃহত্তর কৌশলেরই অংশ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ১৯৯৭ সালে দয়া সিং সোধি পাঞ্জাব বিজেপির সভাপতি ছিলেন। তবে বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে কেবল সিং ধিলোঁই প্রথম জাট শিখ নেতা, যিনি এই পদে নিযুক্ত হলেন।

এছাড়াও পাঞ্জাবের আরও কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার নাম সভাপতি পদের জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কেবল সিং ধিলোঁর নামেই সিলমোহর দেয়।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এর মাধ্যমে আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজ্যে দলের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি নতুন কৌশলগত বার্তা দেওয়া হল।

বৌদ্ধ ধর্মাবশেষ, অভিন্ন ঐতিহ্য ও ভারতের ‘বৌদ্ধ কূটনীতি’র রূপরেখা

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (আইএএনএস): বুদ্ধের পবিত্র ধর্মাবশেষ প্রদর্শন শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক আয়োজন নয়, বরং এটি এক গভীর সভ্যতাগত উদ্যোগ, যা মানবজাতিকে ভারতভূমিতে জন্ম নেওয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত করে। বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি বৌদ্ধের কাছে এই ধর্মাবশেষ কেবল জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্নবস্তু নয়; এগুলি ভগবান বুদ্ধের উপস্থিতি, শিক্ষা ও করুণার জীবন্ত প্রতীক।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রের উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন এবং বিদেশে বুদ্ধের ধর্মাবশেষ প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র “ভারত বিশ্বকে বুদ্ধ দিয়েছে, যুদ্ধ নয়” মন্তব্য ভারতের সভ্যতাভিত্তিক কূটনৈতিক দর্শনের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

বর্তমান সময়ে যখন বিশ্ব সংঘাত, সামাজিক বিভাজন ও উগ্রবাদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তখন বুদ্ধের ধর্মাবশেষের মাধ্যমে শান্তি, সহমর্মিতা ও মানবিকতার বার্তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ভারতের বৌদ্ধ কূটনীতিতে মিয়ানমার একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। সম্প্রতি মায়ানমারের রাষ্ট্রপতি মিন অং হ্লাইং-এর ভারত সফর এই আধ্যাত্মিক সম্পর্কের গভীরতাকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে।

সফরের শুরুতেই তিনি রাজনৈতিক বৈঠকের পরিবর্তে মহাবোধি মন্দির-এ বোধিবৃক্ষের নীচে প্রার্থনা ও ধ্যান করেন। পাশাপাশি তিনি বার্মিজ মঠও পরিদর্শন করেন, যা বুদ্ধের জ্ঞানলাভের ভূমি ভারতের সঙ্গে মায়ানমারের ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।

দিল্লিতে আয়োজিত ধর্মাবশেষ প্রদর্শনীতেও তাঁর অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বোধগয়া সফর, বার্মিজ মঠ পরিদর্শন এবং পিপরাহওয়া ধর্মাবশেষ প্রদর্শনীএই তিনটি ঘটনাই ভবিষ্যতে বৌদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি কার্যকর মডেল হিসেবে দেখা যেতে পারে।

বৌদ্ধ ইতিহাসে পিপরাহওয়া স্তূপের আবিষ্কৃত ধর্মাবশেষের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৮৯৮ সালে উইলিয়াম ক্ল্যাক্সটন পেপ্পে-র খননকার্যে বুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে বিবেচিত অস্থি, ভস্ম, মুক্তা, স্ফটিক ও অলঙ্কারসমৃদ্ধ পাত্র আবিষ্কৃত হয়। পরে প্রত্নতত্ত্ববিদ কে. এম. শ্রীবাস্তব-র গবেষণা এই আবিষ্কারের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে আরও জোরালো করে।

বৌদ্ধ সমাজের কাছে এই ধর্মাবশেষ বুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের প্রতীক। একইসঙ্গে এগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় যে বৌদ্ধধর্ম আজ এশিয়ার অভিন্ন ঐতিহ্য হলেও তার উৎপত্তি ভারতেই।

ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি কেবল পবিত্র ধর্মাবশেষ বা তীর্থস্থানগুলির অধিকারী হওয়া নয়; বরং বুদ্ধধর্মের জন্মভূমি হওয়াই তার প্রকৃত শক্তি। ভারত থেকেই বৌদ্ধ ভিক্ষু, পণ্ডিত ও চিন্তাবিদেরা এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ম, দর্শন, শিল্প, ভাষা ও জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছিলেন। নালন্দা মহাবিহার, বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তক্ষশীলা-র মতো প্রতিষ্ঠান এশিয়ার বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ-পরবর্তী বৌদ্ধিক ঐতিহ্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ধর্মাবশেষ প্রদর্শনের পাশাপাশি বৌদ্ধ দর্শন, ধর্মদেশনা, গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয়-সহযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজনও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এশিয়ার বহু দেশে বৌদ্ধ পরিচয় এখনও জনজীবন ও সাংস্কৃতিক চেতনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রেক্ষাপটে পিপরাহওয়া ধর্মাবশেষের মতো ঐতিহাসিক নিদর্শন ভারতের জন্য এক অনন্য ‘সফট পাওয়ার’ সম্পদ।

শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, মঙ্গোলিয়া, জাপান এবং ভিয়েতনাম-এর মতো দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে আরও গভীর করার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ঐতিহ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বৌদ্ধ ধর্মাবশেষ প্রদর্শনকে বিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠান হিসেবে না দেখে ভারতের উচিত একটি দীর্ঘমেয়াদি ও প্রাতিষ্ঠানিক ‘বৌদ্ধ কূটনীতি’ নীতি গ্রহণ করা।

এর আওতায় বৌদ্ধপ্রধান দেশগুলিতে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের বৌদ্ধ তীর্থস্থান, বিশ্ববিদ্যালয় ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি ধর্মীয় আলোচনা, একাডেমিক সেমিনার, সাংস্কৃতিক উৎসব, ভিক্ষু বিনিময় কর্মসূচি ও যুব-সংলাপের মতো উদ্যোগকে নিয়মিত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়, মঠ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজকেও এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, পিপরাহওয়া ধর্মাবশেষ কেবল অতীতের স্মারক নয়; এগুলি ভারতের সেই ঐতিহাসিক দায়িত্বের প্রতীক, যার মাধ্যমে বুদ্ধের শান্তি, করুণা ও সহাবস্থানের বার্তা বিশ্বজুড়ে পৌঁছেছে।

মায়ানমারের মতো দেশের জন্য এগুলি আধ্যাত্মিক সেতুবন্ধন, আর ভারতের জন্য এগুলি সাংস্কৃতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক জোরদারের এক মূল্যবান সুযোগ। সংবেদনশীলতা, গবেষণা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি এই বৌদ্ধ কূটনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে তা ভারতের সভ্যতাগত মর্যাদা আরও সুদৃঢ় করবে এবং বিশ্বে শান্তি ও মানবিকতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিশ্ব সাইকেল দিবসে যুবসমাজকে সাইকেল চালানোর আহ্বান মানসুখ মাণ্ডব্যের, দেশজুড়ে নানা কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (আইএএনএস): বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী মানসুখ মাণ্ডব্য যুবসমাজের কাছে দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে সাইকেল চালানোর অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, সাইকেল চালানো শুধু স্বাস্থ্য ও শারীরিক সক্ষমতা বাড়ায় না, পরিবেশ সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদিন দেশজুড়ে সাইক্লোথন, সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি পালিত হয়।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে মাণ্ডব্য বিশেষভাবে তরুণদের উদ্দেশে বলেন, সাইকেল চালানোকে শুধু একদিনের উদ্‌যাপনে সীমাবদ্ধ না রেখে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, “সাইকেল চালানো শুধু একদিনের ব্যায়াম বা শখ নয়, এটি একটি সুস্থ জীবনযাপনের প্রতীক। এটি আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জ্বালানি সাশ্রয়ের আহ্বানকে সামনে রেখে সাইকেল ব্যবহারের মাধ্যমে আমরাও জ্বালানি সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারি।”

গুজরাটের রাজকোটে রাজকোট সাইকেল ক্লাব (আরসিসি) স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, শারীরিক সক্ষমতা এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করে।

একজন অংশগ্রহণকারী জানান, সাইকেল চালানো তাঁর জীবনের কঠিন সময় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। তিনি বলেন, “গত সাত বছর ধরে আমি সাইকেল চালাচ্ছি। বাবার মৃত্যুর পর আমি গভীর মানসিক অবসাদের মধ্যে ছিলাম। সেই সময় সাইক্লিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুনভাবে জীবনকে দেখতে শিখেছি।”

আরও এক সাইক্লিস্ট জানান, “গত ১৫ বছর ধরে আমি সাইকেল চালাই। অফিসে আমার একটি সাইকেল রাখা থাকে এবং ছোটখাটো কাজে বা কাছাকাছি কোথাও যেতে গাড়ির বদলে সেটিই ব্যবহার করি।”

জম্মু ও কাশ্মীরে দিবসটি উপলক্ষে একটি সাইক্লোথনের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ।

রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সতীশ শর্মা বলেন, “গত ৩০ বছরে আমরা বহু কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। বর্তমানে মাদকাসক্তি একটি বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে। বিশ্ব সাইকেল দিবসে আমরা সেই বিষয়টিও তুলে ধরতে চেয়েছি।”

মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা নাসির আসলাম বলেন, “এটি অত্যন্ত ইতিবাচক উদ্যোগ। আমরা জম্মু ও কাশ্মীরে খেলাধুলা ও বিভিন্ন ক্রীড়া কার্যক্রমকে উৎসাহিত করছি। এর আগে গলফ প্রতিযোগিতা ও ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছিল, এবার হচ্ছে সাইক্লোথন। এতে পর্যটনেরও প্রসার ঘটে।”

এদিকে দিল্লির হাউজ খাস এলাকায় বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সাইক্লিং-প্রচারক সংস্থা বাইসিএস। সেখানে সাইক্লিং বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং উৎসাহীরা অংশ নেন।বাইসিএস ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ভৈরবী যোশী বলেন, ‘‘দেশের ৫৫টিরও বেশি শহর আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, যেখানে ‘বাইসাইকেল মেয়র’-রা সাইকেল ব্যবহারের প্রচারে কাজ করছেন।”

ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের (আইসিএমআর.) উপ-মহাপরিচালক জগদীশ রাজেশ বলেন, “বিশ্ব সাইকেল দিবস একটি অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ এবং আমরা সকলে এই উপলক্ষে একত্রিত হয়েছি।”

দিল্লির ‘বাইসাইকেল মেয়র’ দিলীপ সভরওয়াল বলেন, ‘‘আজ বিশ্ব সাইকেল দিবস। সারা বিশ্বের মতো দিল্লিতেও আমরা দিনটি উদ্‌যাপন করছি।”

দিনভর আয়োজিত কর্মসূচিগুলিতে সাইকেলের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা, মানসিক স্বাস্থ্য, পরিবেশবান্ধব যাতায়াত এবং টেকসই জীবনযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারী ও আয়োজকরা সকলেই দৈনন্দিন জীবনে সাইকেলের ব্যবহার আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মানসিক চাপ যেভাবে ব্রণ বা চর্মরোগের সমস্যা বাড়াতে পারে

এলেন সাং

ব্রেক-আপের পর ভগ্ন হৃদয়ের পাশাপাশি একজিমার সমস্যার সঙ্গেও লড়তে হয়েছে? অথবা বাড়ি বদলানোর সময় হঠাৎই মুখে ব্রণ দেখা দিয়েছে? এটা সম্ভবত কাকতালীয় নয়। মানসিক চাপের প্রভাব যে আমাদের ত্বকের উপর পড়ে তা দীর্ঘদিন ধরেই মনে করা হয়। তবে ত্বকের সঙ্গে মস্তিষ্কের এই যোগ ঠিক কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে গবেষণা হয়েছে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে। এই গবেষণা বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগের চিকিৎসা এবং সার্বিকভাবে ত্বকের স্বাস্থ্যের বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে। আমাদের ত্বকের উপর মানসিক চাপের বিভিন্ন ধরনের প্রভাব দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ব্রণের প্রকোপ বেড়ে যাওয়া, ত্বক শুষ্ক ও সংবেদনশীল হয়ে ওঠা এবং সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়ার মতো ঘটনা। একইসঙ্গে মানসিক চাপ একজিমা, সোরিয়াসিস এবং আমবাত বা ছুলির মতো রোগের প্রকোপ বাড়াতে বা এই ধরনের রোগকে আবার সক্রিয় করে তুলতে পারে। 'শারীরিক এবং মানসিক- এই দু'ধরনের চাপই আপনার ত্বকের উপর প্রভাব ফেলতে পারে,' বলেছেন লন্ডনের সাইকোডার্মাটোলজি বিশেষজ্ঞ ডা. আলিয়া আহমেদ। সাইকোডার্মাটোলজি হলো সাইকোলজি এবং ডার্মাটোলজি-র সংমিশ্রণে তৈরি এক উদীয়মান ক্ষেত্র যেখানে মন ও ত্বককে একত্রে বিবেচনা করা হয়। ডা. আহমেদ জানিয়েছেন, তিনি তার রোগীদের শারীরিক লক্ষণগুলোর পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়েও খোঁজ নেন। যেমন তাদের মন মেজাজ কেমন আছে, উদ্বেগ রয়েছে কি না বা কান্নাকাটি করেছেন কি না, ঘুমের ধরন, খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়ামের রুটিন ইত্যাদি। তার কথায়, 'চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা প্রায়শই নিজেদের গোয়েন্দা বলে মনে করেন।' এই বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যা করেছেন ত্বকের অবস্থা একজন ব্যক্তির সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ভালো সূচক হতে পারে। একই কোষগুচ্ছ থেকে আমাদের মস্তিষ্ক এবং ত্বকের বিকাশ ঘটে। এই দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আর এই কোষগুচ্ছ থেকেই ব্রণের শুরু।

মানসিক চাপ আমাদের অ্যামিগডালাকে সক্রিয় করে। অ্যামিগডালা আমাদের মস্তিষ্কেরই একটা অংশ এবং মানুষের একেবারে আদিম আবেগের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। এটা মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে সংকেত পাঠায় যা কর্টিসল এবং অ্যাড্রেনালিনের মতো বিভিন্ন হরমোন তৈরি করার জন্য গ্রন্থিগুলোকে উদ্দীপিত করে তোলে। কর্টিসল এক ধরনের অত্যাবশ্যক হরমোন যা অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়। এটা স্ট্রেস হরমোন নামেও পরিচিত। মানসিক চাপ বাড়লে মস্তিষ্কে নানা রকম প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় যার ফলে রক্তে কর্টিসল ও অ্যাড্রেনালিনের মতো হরমোনের নিঃসরণ হতে থাকে, যা রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। মানসিক চাপের সঙ্গে ভোগার সময়ে নিসৃত হরমোন এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থগুলো দেহে প্রদাহ বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা ত্বকের প্রদাহজনিত অবস্থার আরো অবনতি ঘটায়।

এগুলো ত্বকের সুরক্ষা স্তরকেও দুর্বল করে দিতে পারে। ডা. আলিয়া আহমেদ ব্যাখ্যা

করেছেন, ত্বকের বাইরের প্রতিরক্ষামূলকর স্তর দুর্বল হয়ে পড়লে ত্বক তার আর্দ্রতা খুইয়ে ফেলে। ফলে পরাগরেণু ও সুগন্ধির মতো উত্তেজক ও অ্যালার্জেনিক পদার্থ (অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী উপাদান) শরীরে প্রবেশ করতে পারে যা ত্বককে শুষ্ক ও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। একইসঙ্গে মানসিক চাপ আমাদের শরীরে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইডের মাত্রাও কমিয়ে দেয়, যার ফলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইড এক ধরনের প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ছোট অণু যা সাধারণত জীবাণু ধ্বংস করে। এর ফলে জ্বরঠোসা কিংবা দাদের মতো সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

গবেষণায় এমন প্রমাণও মিলেছে যে মানসিক চাপের কারণে ব্রণের সমস্যা আরো বেশি করে দেখা দিতে পারে। স্ট্রেস বা মানসিক চাপের কারণে নিঃসরণ হওয়া রাসায়নিক পদার্থ ত্বকের গ্রন্থিগুলোকে বেশি পরিমাণে সিবাম তৈরি করতে উদ্দীপনা যোগায়, যার ফলে ব্রণ দেখা দিতে পারে। সিবাম আমাদের ত্বকের সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড বা তৈলগ্রন্থি থেকে নিঃসরণ হওয়া এক জাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ। বেশি পরিমাণে সিবাম উৎপন্ন হলে লোমকূপ বন্ধ হতে পারে যা আবার ব্রণের প্রকোপ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ডা. আহমেদ উল্লেখ করেছেন যে মানসিক চাপ আমাদের ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এর ফলে ত্বকের নিজেকে সারিয়ে তোলার যে ক্ষমতা, তা-ও ব্যাহত হয়।

দুষ্টচক্র মানসিক চাপ অনুভব হলে তৈরি হওয়া স্ট্রেস সিগন্যাল ত্বকের কোষগুলোকে হিস্টামিনের মতো রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করতেও উদ্দীপিত করে, যার ফলে ইচিং বা চুলকানির অনুভূতি হয়।

এই পুরোটাই এক ধরনের চক্র বলে উল্লেখ করেছেন চিকিৎসক আলিয়া আহমেদ। এই চক্রকে ইচ-স্ক্র্যাচ সাইকেল বলে। সহজভাবে বলতে গেলে চুলকানির অনুভূতি হওয়া এবং তার প্রতিক্রিয়ায় চুলকানো যা একটা চক্রের মতো চলে।

ডা. আহমেদ ব্যাখ্যা করেন, 'ত্বকে চুলকানির অনুভূতি হয় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় আপনি চুলকান। এতে ত্বকের আরও ক্ষতি হয় এবং তার ফলে আরো বেশি চুলকাতে থাকে।' 'তারপর আপনি নিজেই নিজের উপর বিরক্ত হতে শুরু করেন এই ভেবে যে, আমি কেন থামাতে পারছি না? আপনার মানসিক চাপের মাত্রা বেড়ে যায়। আর সেটাই আবার চুলকানিকেও বাড়িয়ে তোলে।' কেউ যদি ইতোমধ্যে ত্বকের কোনো সমস্যার সঙ্গে লড়তে থাকেন, তাহলে মানসিক চাপের কারণে সেই সমস্যা আরো বেড়ে যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে একজিমার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 'আপনি হয়তো ক্রমাগত চুলকাচ্ছেন। এটা আপনার জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে। হয়তো লোকে এই নিয়ে মন্তব্যও করছে এবং আপনার খারাপ লাগছে। মানসিক চাপও আরো বাড়ছে। আর এভাবেই পুরো সমস্যা আরও বেড়ে যায় এবং আপনি একপ্রকার দুষ্টচক্রে জড়িয়ে পড়েন।' মানসিক চাপ কমলে উপকার হবে? 'মানসিক চাপ তখনই ক্ষতিকর যখন আপনার মনে হতে থাকে যে সেটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না,ব্যাখ্যা করেছেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব. মনোরোগবিদ্যা, স্নায়ুবিজ্ঞান ও শিশুবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক রজিতা সিনা। এই পর্যায়ে, মাথাব্যথা বা পেটের সমস্যার মতো শারীরিক লক্ষণ, অথবা ভুলে যাওয়া, খিটখিটে মেজাজ বা ঘুমের সমস্যার মতো উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়। এই অবস্থায় বিশেষজ্ঞের সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি ব্যায়াম করার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

গবেষণায় দেখা গেছে যে নিয়মিত ব্যায়াম কর্টিসলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করতে পারে। পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়াম করলে পরবর্তীকালে মানসিক চাপের ফলে কর্টিসলের মাত্রা আকস্মিক বেড়ে যাওয়ার মতো সমস্যার সঙ্গে লড়াও সম্ভব হয়। অধ্যাপক সিনা ''মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন'' করারও পরামর্শ দেন। মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন হলো এক ধরনের মেডিটেশন যার মাধ্যমে কোনো রকম জাজমেন্ট বা বিচার ছাড়াই চিন্তা, আবেগ ও শারীরিক অনুভূতিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন আমাদের প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সকে উন্নত করে তুলতে পারে। প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স হলো মস্তিষ্কের সেই অংশ যা যুক্তিবোধের মতো উচ্চ-স্তরের কাজগুলোর দায়িত্বে থাকে। এটা মস্তিষ্কের পুরুত্ব বাড়ায় এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সংযোগ উন্নত করে। মাইন্ডফুলনেস- ভিত্তিক থেরাপি জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং কিছু কিছু চর্ম রোগের উপসর্গ প্রশমনের ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল প্রদান করেছে।

যেমন সোরিয়াসিসে আক্রান্ত রোগীদের উপর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা তাদের প্রচলিত চিকিৎসার পাশাপাশি মাইন্ডফুলনেস-ভিত্তিক থেরাপি গ্রহণ করেছিলেন, তারা তুলনামূলকভাবে যারা ওই থেরাপি গ্রহণ করেনি তাদের চেয়ে ভালো ফল পেয়েছেন।

উৎস,--- মানসিক চাপ মোকাবিলার উপায় ডা. আহমেদ জানিয়েছেন, তিনি তার রোগীদের মানসিক চাপ মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন পন্থা ব্যবহার করার পরামর্শ দেন, যাতে এর মধ্যে কোনটা তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে তা খুঁজে বের করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে ঘুমানোর আগে রিল্যাক্স করার জন্য বিছানায় ব্যায়াম করা, বেশি সক্রিয় ব্যক্তিদের জন্য ওয়াকিং মেডিটেশন, অথবা যারা সহজেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন বা নির্দিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত ভাবেন- তাদের জন্য এমন কিছু কৌশল ব্যবহার করা যা এই বিশেষজ্ঞের কথায়, 'আপনাকে বর্তমান মুহূর্তে ফিরিয়ে আনতে পারে'।

ওয়াকিং মেডিটেশন এমন এক ধরনের অনুশীলন যেখানে ধীর ও স্থির গতিতে হাঁটার সময় পা তোলা, নাড়ানো এবং রাখার শারীরিক অনুভূতিগুলোর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয়। কিন্তু, তার মতে আসলে আরাম করাটা যতটা সহজ মনে হয়, বাস্তবে তার চেয়ে কিন্তু কঠিন হতে পারে। ডা. আহমেদের কথায়, 'আমি আমার ক্লিনিকে অনেক পরিশ্রমী মানুষ দেখি' যাদের মধ্যে অনেকেরই কর্মক্ষেত্রে বা বাড়িতে বিভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে, যেমনসন্তানদের দেখাশোনা করা বা বয়স্ক বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়া। এদের মধ্যে কেউ কেউ জানিয়েছেন যে তারা রিল্যাক্স করার জন্য জিমে যান বা সুস্থ থাকতে প্রতিদিন হাঁটেন। ডা. আহমেদ জানিয়েছেন ওই ব্যক্তিদের সঙ্গে বিশদে কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্য করেন তারা নিজেদের দৈনন্দিন কাজের কথা ভাবতে ভাবতেই জিমে ব্যায়াম করেন বা হাঁটাহাঁটি করেন।

তিনি উল্লেখ করেছেন, 'এই সময় আপনার মনেরও বিশ্রাম সময় পাওয়া উচিত'। সামগ্রিক চিত্র--- মানসিক চাপ কমানোর পাশাপাশি ত্বকের যত্ন নেওয়াও প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন, ডা. আহমেদ। তার কথায়, ত্বকের জন্য 'সবকিছুরই অল্প অল্প' করে প্রয়োজন যার মধ্যে রয়েছে ত্বকের সঠিক যত্ন নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, সুষম খাবার খাওয়া, ভালো ঘুম এবং জীবনযাত্রার দিকে নজর রাখা।

তিনি জানিয়েছেন, ত্বকের স্বাস্থ্যের সামগ্রিক উন্নতির কথা মাথায় রেখে, এই সমস্ত কিছুই ধারাবাহিকভাবে করতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে যে ঠিক কোন বিষয়টা ত্বকের সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলছে। ডা. আহমেদ মনে করেন, সাইকোডার্মাটোলজির মাধ্যমে এই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সম্ভব। এর ফলও দেখেছেন তিনি। তার কথায়, 'এর ফলে রোগীদের যে শুধু ত্বকের উন্নতি দেখেছি তা-ই নয়, তাদের কাছ থেকে এও শুনেছি যে তারা মানসিকভাবে ভালো বোধ করছেন।'

কাঁচা সবজির স্যালাড খাচ্ছেন? শরীরে কী কী ঘটছে জানেন তো?

বোধহয় স্যালাড ভালো হজম হয়। কিন্তু আসল সত্যিটা উল্টো। যদি আপনার পিত্তরসের প্রবাহ ঠিকঠাক না থাকে, তবে এই ভারী ড্রেসিং হজম প্রক্রিয়ার গতি কমিয়ে দেয়। ফলে পেট ফাঁপার সমস্যা আরও বেড়ে যায়।

কী বলছেন পুষ্টিবিদরা? কাঁচা খাওয়ার চেয়ে সবজি হালকা ভাপিয়ে বা সেঁকে খাওয়া অনেক বেশি নিরাপদ। এর কারণ হল:

রান্না করলে সবজির শক্ত তন্তু বা ফাইবার ভেঙে যায়, যা হজমে সাহায্য করে। হালকা রান্না করা সবজি থেকে খনিজ শোষণ করা শরীরের পক্ষে সহজ হয়।

পুষ্টিবিদের মতে, কাঁচা সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও পুষ্টি থাকলেও তা হজম করা শরীরের পক্ষে বেশ কঠিন। সবজির কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি, যা এক ধরনের অদ্রবণীয় ফাইবার। আমাদের পাকস্থলী এবং অন্ত্রকে এই সেলুলোজ ভাঙতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। আর ঠিক সেই কারণে যাদের হজমশক্তি কিছুটা দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে এই কাঁচা সবজি হিতে বিপরীত ঘটায়।

ডায়েট মানেই এক বাটি কাঁচা সবজির স্যালাড এমন ধারণা অনেকেরই। ওজন কমাতে হোক বা ফাইবার বাড়াতে, শসা, গাজর বা টমেটোর কুচিকেই মহৌষধ মনে করছেন? কিন্তু আপনার শরীরের জন্য এই 'স্বাস্থ্যকর' অভ্যাসটিই কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে না তো? সম্প্রতি পুষ্টিবিদ নেহা রাঙ্গলানি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দাবি করেছেন, কাঁচা স্যালাড সবার জন্য আশীর্বাদ নয়, বরং অনেকের ক্ষেত্রে এটি বিপদের কারণ হতে পারে। কেন কাঁচা সবজি হজমে সমস্যা করে? পুষ্টিবিদের মতে, কাঁচা সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও পুষ্টি থাকলেও তা হজম করা শরীরের পক্ষে বেশ কঠিন। সবজির কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি, যা এক ধরনের অদ্রবণীয় ফাইবার। আমাদের পাকস্থলী এবং অন্ত্রকে এই সেলুলোজ ভাঙতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। আর ঠিক সেই কারণে যাদের হজমশক্তি কিছুটা দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে এই কাঁচা সবজি হিতে বিপরীত ঘটায়। গবেষণা বলছে, কাঁচা সবজি অনেক সময় অন্ত্রে গিয়ে ফারমেন্টেশন বা গাঁজন প্রক্রিয়া শুরু করে। এর ফলে পেটে গ্যাস, পেট ভার হয়ে থাকা এবং অস্বস্তির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। বিশেষ করে যারা আইবিএস বা এসআইবিও-র মতো সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য কাঁচা স্যালাড যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। অনেকেই মনে করেন মেয়োনিজ বা অলিভ অয়েলের ড্রেসিং দিলে পাকস্থলীকে বাড়তি পরিশ্রম করতে হয় না। স্যালাড খাওয়ার সঠিক উপায় কাঁচা স্যালাড ছাড়া কী আপনার একেবারেই চলে না? তাহলে খান এভাবে সবজিগুলো খুব ছোট ছোট করে কাটুন এবং অনেকটা সময় নিয়ে চিবিয়ে খান। হজমের সুবিধার জন্য লেবুর রস বা আপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে নিতে পারেন। রাতে কখনওই কাঁচা স্যালাড খাবেন না। সবজিগুলো হালকা স্টিম বা স্টার-ফ্রাই করে নিন। মনে রাখবেন, সব খাবার সবার শরীরের জন্য এক নয়। তাই ডায়েট করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

বাস্তুশাস্ত্রে ফ্রিজ রাখার জন্য সবথেকে প্রশস্ত দিক হলো আগ্নেয় কোণ

বাস্তুশাস্ত্রে ফ্রিজ রাখার জন্য সবথেকে প্রশস্ত দিক হলো আগ্নেয় কোণ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব দিক। শাস্ত্র মতে, বিদ্যুৎচালিত যে কোনও সরঞ্জাম রাখার জন্য এই দিকটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এছাড়া যদি রান্নাঘরে জায়গা কম থাকে, তবে নৈঋত কোণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেও ফ্রিজ রাখা যেতে পারে। মনে করা হয়, এই দুই দিকে ভারি সরঞ্জাম রাখলে পরিবারে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

ভুল করেও উত্তর-পূর্ব কোণ অর্থাৎ ঈশান কোণ, উত্তর দিক বা সরাসরি পূর্ব দিকে ফ্রিজ রাখবেন না। বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দিকগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং এখানে ফ্রিজ রাখলে আর্থিক ক্ষতি বা শারীরিক অসুস্থতার যোগ তৈরি হতে পারে।

ফ্রিজ সংক্রান্ত কিছু জরুরি বাস্তু নিয়ম: দরজার অবস্থান: ফ্রিজটি এমনভাবে রাখুন যাতে এর দরজা খোলার সময় তা পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে।

উনুনের থেকে দূরত্ব: রান্নার গ্যাস বা উনুনের ঠিক পাশেই কখনও ফ্রিজ রাখবেন না। অগ্নি এবং শীতলতা এই দুই বিপরীত শক্তির সহাবস্থান বাস্তু মতে অশুভ।

পরিচ্ছন্নতা: ফ্রিজের ভেতরে কখনও পচা বা নষ্ট খাবার জমিয়ে রাখবেন না। এতে নেতিবাচক শক্তি বাড়ে। ফ্রিজ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যিক।

অতিরিক্ত বোঝা নয়: ফ্রিজের ভেতরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস ঠাসাঠাসি করে রাখবেন না। বায়ু চলাচলের জায়গা থাকলে তা ঘরের শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখে।

রান্নাঘরের এই ছোট ছোট পরিবর্তনই আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার করতে পারে। বাস্তু মেনে গুছিয়ে নিন আপনার প্রিয় হেঁশেলটি।

এবার এতে টমেটো পিউরি, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এবং নুন দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে আগে থেকে গরম করে রাখা ভেজিটেবল স্টক বা জল ঢেলে দিন। আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে ১৫ মিনিট রান্না হতে দিন। জল শুকিয়ে চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে আরও ৫ মিনিট দমে রাখুন। সবশেষে ওপর থেকে লেবুর রস আর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই তৈরি আপনার মেক্সিকান ফিয়েস্তা রাইস। পরিবেশনের সময় চাইলে সামান্য চিজ বা টক দই মিশিয়ে নিতে পারেন।

বাঙালির মন জয় করছে ধোঁয়া ওঠানো মশলা চা

সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার প্রাথমিক টোটকা হিসেবে প্রথমেই মনে পড়ে চায়ের কথা। শুধু তাই নয়, ঘরোয়া আড্ডা হোক কিংবা অফিসে চরম ব্যস্ততার সময়, সবেতেই টোটকার মতোন কাজ করে এই একটি পানীয়। বাঙালীদের কাছে চায়ের জুরি মেলা ভার। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা যে ঋতুই হোক না কেন এই পানীয়ের কিন্তু সবেতেই অবাধ বিচরণ। সারাদিনের কাজের ফাঁকে এক কাপ চায়ে চুমুক না দিলেই যেন নয়। তবে বর্তমানে মানুষের মনে অনেকটাই জায়গা করে নিয়েছে মশলা চা। কিন্তু মশলা চা কি খাওয়া ভালো? মশলা চায়ের পিছনে কী রহস্য লুকিয়ে রয়েছে জানেন? মশলা চা-কে শুরুতে পানীয় হিসেবে নয়, ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হত। আর্য়ুবেদিক ফর্মুলা দিয়ে তৈরি এই পানীয় প্রথমে চিকিৎসকরা চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করতেন। ধীরে ধীরে তা চা হিসেবে পান করা শুরু হয়। তবে মশলা চা আর দুধ চা কিন্তু এক নয়। যে সব উপকরণ দিয়ে মশলা চা তৈরি হয়, সেগুলির প্রত্যেকটেরই নিজস্ব গুণ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি কেউ প্রতিদিন মশলা চা পান করে তাহলে তার খারাপ কোলেস্টেরল যেমন কমবে, তেমনি ভালো কোলেস্টেরল বাড়বে। মশলা চায়ে দারুচিনি, লবঙ্গ, আদার মতোন উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দারুচিনিতে জীবাণুণাশক গুণ রয়েছে, যা ব্যকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস রোধে সাহায্য করে। অন্যদিকে, লবঙ্গ বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু রোধ করতে বেশ কার্যকর। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ভারতের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ নিয়মিত চা পান করেন। যার গড় পরিমাণ দৈনিক প্রায় ৩ কাপ। এর ফলে দেখা গিয়েছে, সারাদেশে প্রতিদিন মোট ১ বিলিয়ন কাপেরও বেশি চা পান করাহয়। ভারতকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। বর্তমানে মশলা চা শুধুমাত্র রাস্তার ধারে চায়ের দোকানেই নয়, বড় বড় ক্যাফের মেনুতেও জায়গা করে নিয়েছে। কোনও কোনও জায়গার মেনুতে তা মশলা চা ল্যাটে হিসেবেও পরিচিত। তবে এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও দামের হেরফের রয়েছে। স্বাদ ও দামের পরিবর্তন হলেও মশলা চা ধীরে ধীরে মানুষের মনে যে জায়গা করে নিচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নিত্যদিনের ৫ জিনিস যা নিয়মিত না পাল্টালে বিপদ

বাসন মাজা স্পঞ্জ দেখতে পরিষ্কার হলেও ভিতরে জমে থাকতে পারে অসংখ্য জীবাণু। জার্মানির একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যবহৃত স্পঞ্জে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধতে পারে। তাই সপ্তাহে অন্তত একবার বদলানো বা গরম জলে জীবাণুমুক্ত করা জরুরি।

প্রতিদিন ব্যবহার করছেন। হাতের কাছেই থাকে। কিন্তু শেষ কবে বদলেছেন- সেটা কি মনে আছে? দামি জিনিস যত্নে রাখেন সকলেই, অথচ ছোট ছোট নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বছরের পর বছর ব্যবহার করেন। আর সেখানেই লুকিয়ে থাকে জীবাণু এমনকী, বড়সড় শারীরিক ঝুঁকিও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘরের কয়েকটি সাধারণ জিনিস সময় মতো না বদলালে তা সরাসরি স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। কী কী বদলাবেন? টুথব্রাশ - দাঁত মাজার ব্রাশ তিন মাসের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয় এ কথা বহুদিন ধরেই বলে আসছে দন্তচিকিৎসকরা। আমেরিকার ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তিন মাস পর ব্রাশের রোঁয়া নরম হয়ে যায়, পরিষ্কার করার ক্ষমতা কমে। পাশাপাশি ভেজা থাকায় জীবাণু জমার আশঙ্কাও বাড়ে। সর্দি-কাশি হলে তো সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশ বদলানোই ভালো। রান্নাঘরের স্পঞ্জ - বাসন মাজা স্পঞ্জ দেখতে পরিষ্কার হলেও ভিতরে জমে থাকতে পারে অসংখ্য জীবাণু। জার্মানির একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ব্যবহৃত স্পঞ্জে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধতে পারে। তাই সপ্তাহে অন্তত একবার বদলানো বা গরম জলে জীবাণুমুক্ত করা জরুরি। বালিশ - একই বালিশ পাঁচ-ছয় বছর ধরে ব্যবহার করছেন? তাহলে সতর্ক হোন আজই। সময়ের সঙ্গে বালিশে জমে ধুলো, মৃত ত্বক আর ডাস্ট মাইট। এতে অ্যালার্জি, ঘাড়ে ব্যথা বা ঘুমের সমস্যা বাড়তে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেড় থেকে দুই বছর অন্তর বালিশ বদলানো উচিত। রেজর - একটি ব্লেড বা রেজর বারবার ব্যবহার করলে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তিন থেকে পাঁচবার ব্যবহারের পর ব্লেড বদলানোই নিরাপদ। বিশেষ করে ভেজা বাথরুমে রেখে দিলে মরচে পড়ে ব্যাকটেরিয়া বাড়তে পারে।

জুতো প্রিয় জুতো ফেলে দিতে মন চায় না, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রতিদিন ব্যবহার করা জুতো ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে বদলানো ভালো। পুরনো জুতোর সোল ক্ষয়ে গেলে হাঁটার ভঙ্গি বদলে যায়, ফলে হাঁটু বা কোমরে ব্যথা বাড়তে পারে।

উদ্ধার বস্তাবন্দী বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৩ জুন: সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অন্যতম ভরসা যাত্রীবাহী অটো। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ কর্মস্থল, বাজার কিংবা প্রয়োজনীয় কাজে এই পরিবহণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেন। কিন্তু সেই যাত্রীবাহী অটোকেই মাদক পাচারের নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা উদ্বেগ বাড়িয়েছে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও।

মঙ্গলবার রামনগর পাগলী বাড়ি সড়কে নিয়মিত নাকা তল্লাশি চলাকালীন এক যাত্রীবাহী অটোকে সন্দেহজনকভাবে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। তল্লাশির সময় অটোর ভেতর থেকে বস্তাবন্দী অবস্থায় বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অটোর চালক দীপক সরকার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও গাড়িটি এবং উদ্ধার হওয়া গাঁজা পুলিশ আটক করে।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) বিকাশ সিন্থিয়া।

তাঁর নেতৃত্বে পুলিশ গোটা ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া গাঁজাগুলি বহিঃরাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাচারকারীরা নজর এড়ানোর জন্য সাধারণ যাত্রীবাহী অটো ব্যবহার করেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন এলাকায় মাদক পাচার রুখতে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। সেই অভিযানের অংশ হিসেবেই এদিনের সাফল্য। অভিযুক্ত চালকের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে এবং এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, মাদকের অবাধ বিস্তার যুবসমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে এই ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা।

সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে প্রশাসনের পাশাপাশি সচেতন নাগরিকদেরও এগিয়ে আসতে হবে বলে মত অভিজ্ঞ মহলের। এদিনের এই অভিযান আবারও প্রমাণ করল, সতর্ক নজরদারি ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ থাকলে মাদক পাচারকারীদের বড়সড় পরিকল্পনাও ভেস্তে দেওয়া সম্ভব।

খালি বাড়িতে চুরি, প্রমাণ লোপাটে আগুন ! পুড়ে ছাই মূল্যবান সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩ জুন: বাড়ির মালিক তীর্থযাত্রায় থাকার সুযোগে খালি বাড়িতে চুরি চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ঘরের মূল্যবান সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে কমলপুর থানাধীন মায়াছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়া এলাকায়।

জানা গেছে, ঘোষপাড়ার বাসিন্দা মল্লিকা ঘোষ কয়েকদিন আগে তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে দেওঘর গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়ির তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ প্রতিবেশীরা বাড়ির বারান্দায় চেয়ার-টেবিল ও অন্যান্য সামগ্রী এলোমেলো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ করেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দা এবং মল্লিকা ঘোষের আত্মীয়-স্বজনরা বাড়িতে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, ঘরের ভিতরে আগুন লেগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, চোরেরা আগের রাতে বাড়িতে ঢুকে একটি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে নিয়ে যায়। পাশাপাশি চুরির ঘটনার প্রমাণ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুনে ঘরের আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে কমলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পাশাপাশি মায়াছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সব্যসাচী গোয়ালাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খালি বাড়িকে লক্ষ্য করে চুরি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

খোয়াইয়ে নাবালিকা নিখোঁজের ঘটনায় গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ জুন: খোয়াই শহর থেকে ১৩ বছরের এক নাবালিকা রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে খোয়াই ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা ও খোয়াই পৌর পরিষদের কর্মী রাজেশ দাসকে আটক করে মঙ্গলবার আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগে খোয়াই শহর এলাকা থেকে নাবালিকাটি নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে খোয়াই মহিলা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

তদন্ত চলাকালীন সময়ে অসমের গৌহাটিতে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) নাবালিকাটিকে উদ্ধার করে। পরে খোয়াই মহিলা থানার পুলিশ গৌহাটির ঝালুকবাড়ি এলাকার একটি হোম থেকে নাবালিকাকে নিয়ে আসে এবং পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে।

ঘটনার তদন্তে এখন পর্যন্ত দুইজনের নাম সামনে এসেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাদের মধ্যে রাজেশ দাসকে এই ঘটনার অন্যতম মূল অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাকে আদালতে পেশ করা হয়।

খোয়াই মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) মিনা দেববর্মা সাংবাদিকদের জানান, গোটা ঘটনাটি নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্তের স্বার্থে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ অব্যাহত রয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

সরকারি নির্দেশ উপেক্ষার অভিযোগ, সকাল ১০টাতেও ফাঁকা বিশালগড় মহকুমা শাসক কার্যালয়

আগরতলা, ৩ জুন: সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের মধ্যে দপ্তরে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও, বিশালগড় মহকুমা শাসক (এসডিএম) কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ে অধিকাংশ কর্মচারীর অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ।অভিযোগ, সাম্প্রতিক অতিরিক্ত ছুটির পর মঙ্গলবার অফিস খোলার দিন হলেও সকাল ১০টা পর্যন্ত বহু কর্মচারী কর্মস্থলে উপস্থিত হননি। ফলে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কার্যালয়ে আসা সাধারণ মানুষকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।

স্থানীয়দের দাবি, নির্ধারিত সময়ে সরকারি কর্মচারীরা অফিসে উপস্থিত না হওয়ায় জনসাধারণের পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। এদিনও বিভিন্ন কাজের জন্য আসা বহু মানুষকে কর্মচারীদের অপেক্ষায় বসে থাকতে দেখা যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

প্রমিতা কলকাতার উপকণ্ঠে রাজারহাটের একটি হোটেলে অবস্থান করছেন।তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রাপুর থানার একটি বিশেষ দল, গৃহবধূর স্বামী ও শাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে রাজারহাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেখানে পৌঁছে পুলিশ হোটেল থেকে প্রমিতা ও তাঁর শিশুসন্তানকে উদ্ধার করে নিরাপদে ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনে।যাত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) পার্থ নাথ ভৌমিক জানান, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপ-পরিদর্শক বিজয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি দল দ্রুত রাজারহাটে যায় এবং সফলভাবে উদ্ধার অভিযান সম্পন্ন করে। সোমবার তারা প্রমিতা ও তাঁর সন্তানকে নিয়ে রাজ্যে ফিরে আসে।

পুলিশ জানিয়েছে, কী পরিস্থিতির কারণে ওই গৃহবধূ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে ফিরে আসার পর তাঁকে কোনো ধরনের শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে না হয়। বিষয়টি সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করার পরামর্শও দিয়েছে পুলিশ।উদ্ধার অভিযানের সফল সমাপ্তিতে এলাকাবাসী যাত্রাপুর থানার পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।

নতুন মোড়

● প্রথম পাতার পর

নামে আমতলী থানার পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে নাবালিকার মোবাইল ফোনসহ অভিযুক্ত জয়দেব দেবনাথ, নাবালিকার বোনের জামাই এবং তার মামাতো ভাইয়ের মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়।পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, পিস্তলের ছবিগুলি জয়দেব দেবনাথ পাঠাননি। বরং নাবালিকার বোনের জামাইয়ের মামাতো ভাই ইন্টারনেট থেকে ছবি ডাউনলোড করে সেগুলি পাঠিয়েছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর ঘটনাটি নিয়ে জেলা পুলিশ প্রশাসনও সক্রিয় হয়ে ওঠে।পুলিশ সূত্রের দাবি, তদন্ত চলাকালীন সময়ে নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি মীমাংসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক স্পষ্ট নির্দেশ দেন যে, পিস্তল সংক্রান্ত অভিযোগের মতো গুরুতর বিষয়ে কোনো ধরনের আপস করা যাবে না। প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।পুলিশ সুপারের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত মোবাইল ফোনগুলি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ধারায় মামলা রুজু করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওসি পরিতোষ দাস জানান, প্রাথমিক তদন্তে নাবালিকার বোনের জামাইয়ের মামাতো ভাইয়ের সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত মিলেছে। ফরেনসিক রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রয়োজনে গ্রেফতারিও করা হবে।ঘটনাটি নিয়ে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ফরেনসিক রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ঋতব্রত

● প্রথম পাতার পর

উল্লেখ্য, রীতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহাকে সোমবার তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক বৈঠকে জানানোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে আসে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিধানসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ নথিতে তৃণমূল বিধায়কদের স্বাক্ষর নিয়ে অসঙ্গতির অভিযোগের তদন্তে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তদন্ত শুরু করেছে। রীতব্রত ও সন্দীপন এই বিষয়ে স্পিকার রথীন্দ্র বসুর দফতরকে অবহিত করেছিলেন বলে জানা যায়।

নিলেন শপথ

● প্রথম পাতার পর

সংগীতও বাজানো হয়। কর্ণাটক সরকারের মুখ্যসচিব শালিনী রজনীশ উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথি ও আমন্ত্রিতদের স্বাগত জানান। আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগে শিবকুমার বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া-কে শাল পরিয়ে সম্মান জানান।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভু বখরু, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, সুখবিন্দর সিং সুখু, রেভান্থ রেড্ডি, কংগ্রেস নেতা ভি. ডি. সাথীসান, কে. সি. ভেনুগোপাল এবং রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা-সহ একাধিক শীর্ষ কংগ্রেস নেতা।

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref: West Agartala P/S GD Entrry No. 38 Dated. 02/06/26 subsequently West Agartala P/S UD Case No- 2026 WAG 032 Dated: 02/06/2026 U/S 194 BNS, 2023

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ। বয়স আনুমানিক ৫০ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। গায়ের রঙ-শ্যামলা, চুল-কালো, পরনে-সবুজ রঙের ছাপা হাফ শার্ট ও কালো রঙের লম্বা প্যান্ট। গত ২-৬-২০২৬ ইং তারিখ বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে আগরতলা আইজিএম হাসপাতালের টিকিট কাউন্টারের সামনে ঐ অপরিচিত ব্যক্তি মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিকে ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ ক রা হয় আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে। বর্তমানে ব্যক্তির মৃতদেহ রাখা হয় জিবিপি হাসপাতালের মর্গে ব্যক্তির পরিচিত জানার জন্য। উপরে উল্লেখিত অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য অথবা কোন আত্মীয়স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) আগরতলা - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল আগরতলা - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/ ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩। পশ্চিম থানা আগরতলা - ০৩৮১-২৩৮-৫৭৬৫

ICA/D-278/26

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা আগরতলা

Central Selection Committee
Education (Higher) Department
Government of Tripura

Date: 04/06/2026

Publication of Provisional Answer Key of DEEET 2026

This is for general information for all concerned that Central Selection Committee 2026 will upload the model answer key (series wise) of DEEET-2026 on 05/06/2026 after 2:00 PM in the Notice Section of the Education (Higher) Department website https://highereducation.tripura.gov.in/.

Candidates may send feedback on provisional answer(s) with proper and brief explanation followed by appropriate reference from 05/06/2026 after 3:00 PM to 07/06/2026 up to 11:59 PM. The candidates also need to send their DEEET 2026 admit card along with all other documents.

The email address for sending feedback secretary.csc@tripura.gov.in

Final answer keys will be frozen and uploaded in due course of time after taking due consideration of the feedback of all concerned experts.

Please visit website https://highereducation.tripura.gov.in/ regularly for any update.

ICA/D-272/26

Sd/-
(Dr. Tirtharaj Sen, FIE),
Chairman, Central Selection Committee

Notice Inviting E-Tender

Sub: Procurement of Surgical Kit for Mobile Veterinary Unit (MVU) consisting of surgical instruments, suturing materials, obstetrical kit, sterilization unit, dressing materials and emergency surgical support equipment.
Date of publishing of online Tender is 22/05/2025
Last Date for Submission of e-Bids is 12/06/2026
Tender documents may be downloaded from http://www.ardd.tripura.gov.in/ http://tripuratenders.gov.in

Director,
Animal Resource Development Department
Government of Tripura

ICA/C-652/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-05/EE/RD /KHW-DIV/2026-27, Dt.01.06.2026

The Executive Engineer, RD. Khowai Division. Khowai Tripura invites online rate e-tender in two bid system in Tripura PWD form-7 from eligible bidders up to 3.00 P.M on 08/06/2026 for 01 (One) No Internal Electrification work. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 7005307773. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-642/26

Sd/Illegible
Executive Engineer
RD, Khowai Division
Khowai Tripura

আইআইআরএফ ২০২৬-এ ৪৭তম স্থানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, স্কোরে ধারাবাহিক পতনের ইঙ্গিত

আগরতলা, ৩ জুন: ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়নকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (আইআইআরএফ) ২০২৬-এর প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৪৭তম স্থান অর্জন করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে র‍্যাঙ্কিং তালিকায় নিজেদের অবস্থান ধরে রাখলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক স্কোরে ধারাবাহিক পতনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সূচক দাঁড়িয়েছে ৮৮৮.৬৬, যা আগের বছরের তুলনায় কম। ২০২৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্কোর ছিল ৯০১.০০ এবং র‍্যাঙ্ক ছিল ৪৪তম। ২০২৪ সালে স্কোর ছিল ৮৯৭.৮৬ এবং র‍্যাঙ্ক ৪৭তম। অন্যদিকে, ২০২৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি ৯২৯.৯৯ স্কোর নিয়ে ২৮তম স্থান অর্জন করেছিল। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কোর উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। যদিও ২০২৫ সালে র‍্যাঙ্কিংয়ে কিছুটা উন্নতি হয়েছিল, তবে সামগ্রিকভাবে স্কোরের নিম্নমুখী প্রবণতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষমতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দিচ্ছে।তবে এই ওঠানামার মধ্যেও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নিজের অবস্থান বজায় রেখেছে এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক গুরুত্ব ধরে রেখেছে।উল্লেখ্য, আইআইআরএফ র‍্যাঙ্কিংয়ে শিক্ষার মান, গবেষণার পরিমাণ ও গুণগত মান, শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ, প্লেসমেন্ট, প্রশাসনিক দক্ষতা ও সুশাসনসহ একাধিক সূচকের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূল্যায়ন করা হয়। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের শীর্ষ ৫০ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অবস্থান ধরে রাখা ইতিবাচক হলেও গবেষণা, একাডেমিক পরিবেশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

সংঘর্ষে আহত একাধিক

● প্রথম পাতার পর

নেতা। এখন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আদৌ কোনো তদন্ত করা হবে ? সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। নাকি ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, সেটাই দেখার।এদিনের এই সংঘর্ষের ঘটনার সময় পুলিশ ঘ নাস্থলে উপস্থিত ছিল বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে এবং আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।অন্যদিকে, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভিজিৎ মল্লিক তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর বক্তব্য, বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়াকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই পরিস্থিতি থেকেই এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে।কাউন্সিলর আরও বলেন, যারা অভিযোগ করছেন তাদের বিরুদ্ধে অতীতেও একাধিক অভিযোগ ও মামলা রয়েছে। ঘটনার সঙ্গে তাঁর বা তাঁর সমর্থকদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই বলেও দাবি করেন তিনি।খবর লেখা পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি। তবে সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।এদিকে এদিন সন্ধ্যায় নাগেরজলায় এই সংঘর্ষ কান্ডে মূল অভিযুক্ত কর্পোরেটের অভিজিৎ মল্লিক এবং তার সহযোগীদের গ্রেফতারের দাবিতে পশ্চিম ত্রিপুরা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রধান করে বিএমএস কর্মীরা। এমনকি আগামীকাল নাগেরজলা স্ট্যান্ডে কর্মবিরতির ঘোষণা করেছে শ্রমিক নেতারা।

মৃত্যু বেড়ে ২১

● প্রথম পাতার পর

পরিবারগুলিকে এই দুঃখ সহ্য করার শক্তি দেন। আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ঘটনাটিকে "অত্যন্ত হৃদয়বিদারক" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি শোকপ্রকাশের পাশাপাশি কংগ্রেস কর্মীদের ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন।আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালও মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করেছেন। তিনি বলেন, "দিল্লিতে ধারাবাহিক অগ্নিকাণ্ড এবং নিরীহ মানুষের মৃত্যু অত্যন্ত উদ্বেগজনক।"

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 05/EE/KLSD/2026-27 dated 02/06/2026

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M.on 10-06-2026 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIT No.01/SE(I)/PWD(R&B)/KGT/ 2026-27	67,88,231.63	1,35,765.00	270 Days	Upto 15.00 Hrs on 10/06/2026	At 16.00 Hrs 10/06/2026	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	DNIT No.02/SE(I)/PWD(R&B)/KGT/ 2026-27	1,43,00,017.80	2,86,000.00	90 Days				
3	DNIT No.03/SE(I)/PWD(R&B)/KGT/ 2026-27	1,45,44,553.09	2,90,891.00	90 Days				

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in

ICA/C-659/26

(Joydip Nath)
Executive Engineer
Kailashahar Division. PWD(R&B).
Kailashahar. Unakoti District. Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 05/EE/DWS/DMN/2026-27

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	01/SE/DWS/C/KGT/2026-27	39,15,178.00	78,304.00	45 Days	Appropriate Class
2	07/SE/DWS/C/KGT/2026-27	1,36,72,012.00	2,73,440.00	90 Days	Appropriate Class
3	08/SE/DWS/C/KGT/2026-27	1,41,35,102.00	2,82,702.00	90 Days	Appropriate Class
4	12/SE/DWS/C/KGT/2026-27	1,21,67,940.00	2,43,359.00	180 Days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 11-06-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 11-06-2026 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee: 1,000.00 for 1 & 4,000.00 for 2 to 4 (non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-646/26

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

রেশন দোকানে খাদ্যসামগ্রীর ঘাটতির অভিযোগ খারিজ কিছু ডিলারের গাফিলতিকেই দায়ী করল সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: রাজ্যের বিভিন্ন রেশন দোকানে খাদ্যসামগ্রী না পাওয়ার অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে ত্রিপুরা ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালক সমিতির সদর এ.এম.সি. কমিটি। মঙ্গলবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির নেতৃত্বরা জানান, কিছু রেশন ডিলারের গাফিলতির কারণেই নির্দিষ্ট কয়েকটি দোকানে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছাতে বিলম্ব হচ্ছে।

সমিতির নেতাদের বক্তব্য, অনেক ডিলার নির্ধারিত সময়ে চালান বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ জমা না দেওয়ায় খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলেই কিছু এলাকায় রেশন সামগ্রী না পাওয়ার অভিযোগ সামনে আসছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়, একটি স্বার্থান্বেষী মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ করার লক্ষ্যে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছে। সমিতির দাবি, রাজ্য সরকার জনসাধারণের কাছে নিয়মিতভাবে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দিতে এবং রেশন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সমিতির নেতারা জানান, বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন ন্যায্য মূল্যের দোকানে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাল, ডাল ও চিনি মজুত রয়েছে এবং খাদ্যসামগ্রীর কোনও সামগ্রিক সংকট নেই।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালক সমিতির সদর এ.এম.সি. কমিটির সহ-সভাপতি প্রদীপ মজুমদার, সহ-সম্পাদক সজল কুমার দেব, কোষাধ্যক্ষ অনিশ দে-সহ অন্যান্য সদস্যরা।

৭ বনকর্মী

● প্রথম পাতার পর

রয়েছেন বনকর্মী শান্তনু দেবনাথ, স্বপন সাহা, বান্টি মুরসুদ্দি, উজিহাম রিয়াং এবং বনরক্ষী মিন্টু ভৌমিক, দেবাশীষ পাল ও গোপীকান্ত ত্রিপুরা। হামলায় সকলেই গুরুতর আহত হন এবং ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কাঞ্চনপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শ্রীকান্ত রুদ্র পালের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এদিকে হামলার সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত পাচারকারীরা দুটি গাড়িতে বোঝাই বিপুল পরিমাণ সেগুন কাঠ নিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাঞ্চনপুর মহকুমায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশপ্রেমীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন বনাঞ্চল থেকে মূল্যবান কাঠ পাচার হয়ে আসছে, যার ফলে সরকারি সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। বনদপ্তরের কর্মীদের উপর এ ধরনের হামলা সংগঠিত কাঠ পাচারচক্রের দৌরাত্ম্য ও প্রভাবকেই সামনে নিয়ে এসেছে বলে মনে করছেন অনেকে।

ঘটনার পর কাঞ্চনপুর বনদপ্তরের পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে বিশেষ অভিযান চালিয়ে হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তার, কাঠ পাচারচক্রের মূল হোতাদের চিহ্নিতকরণ এবং কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, অবৈধ বন উজাড় ও কাঠ পাচারের সঙ্গে জড়িত সংগঠিত চক্রের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়া হলে ভবিষ্যতে এ ধরনের সহিংস ঘটনা আরও বাড়তে পারে।

কৃষি মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আঙুর চাষ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা করেছেন।তিনি জানান একাধিক গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা চারটি আঙুরের জাত চাষে সফল হয়েছেন, যার মধ্যে দুটি ওয়াইন তৈরির উপযোগী জাত রয়েছে। আঙুর চাষিদের সহায়তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এবং সঠিক পদ্ধতিতে আঙুর চাষের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।কৃষি মন্ত্রী আরও জানান, প্রায় দুই দশক পর ২০২৪ সালে উনকোটির কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র (কেভিকে) পুনরায় আঙুর চাষ নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু করে। ইতোমধ্যে আঙুরের মিষ্টতা, উৎপাদন এবং ফলের গুণগত মানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।মন্ত্রী বলেন ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আইসিএআর-ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর গ্রেপস থেকে ছয়টি আঙুরের জাত ত্রিপুরায় এনে রোপণ করা হয়। বিজ্ঞানীদের একটি দল অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে, যাতে ত্রিপুরার মতো অপ্রচলিত আঙুর চাষ অঞ্চলের জন্য উপযোগী চাষপদ্ধতি নির্ধারণ করা যায়।ত্রিপুরায় আঙুর চাষের প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে ফলের পর্যাপ্ত মিষ্টতা না থাকা, আমদানি করা জাতগুলোর উপযুক্ততা নিয়ে সীমাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, উচ্চ আর্দ্রতা, প্রয়োজনীয় কৃষি-রাসায়নিকের অপ্রতুলতা এবং আঙুর চাষ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব।আঙুর চাষকে আরও লাভজনক ও বিস্তৃত করতে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। এর মধ্যে রয়েছে পুষ্টি ব্যবস্থাপনা এবং গ্রোথ রেগুলেটর ব্যবহারের মাধ্যমে আঙুরের মিষ্টতা বৃদ্ধি।ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে মন্ত্রী জানান, আঙুর চাষের সম্ভাবনা নিয়ে ত্রিপুরা সরকারকে সুপারিশ প্রদান, আরও ১৮টি আঙুরের জাতের পরীক্ষামূলক চাষ, গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষকদের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, আঙুর চাষভিত্তিক ক্লাস্টার গঠন, আঙুর বাগান স্থাপন, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান, আঙুরের রস ও রেডি-টু-সার্ভ (আরটিএস) পানীয় প্রস্তুতকরণে প্রশিক্ষণ, ফসল-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ক্লাস্টারভিত্তিক ক্ষুদ্র জুস প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী টিংকু রায়, উদ্যানপালন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

নদীভাঙনের আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

নদীর তীরবর্তী ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই ভাঙনের সমস্যা রয়েছে। নদীর পাড়ের খুব কাছেই একাধিক পরিবারের বসবাস হওয়ায় পরিস্থিতি ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। বর্তমানে কোনোভাবে যানবাহন চলাচল সম্ভব হলেও যেভাবে নদীর পাড় ভেঙে যাচ্ছে, তাতে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।অভিযোগ উঠেছে, ভাঙন রোধে উনকোটি জেলা বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর ইতিমধ্যেই কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনও হয়নি। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে।বুধবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান উনকোটি জেলা বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রণজিৎ দেববর্মা। তাঁর উপস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিনের ক্ষোভ উগরে দেন এবং দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।এলাকার বাসিন্দা শশাঙ্ক চৌধুরী সংবাদমাধ্যমকে জানান, গত চার দশক ধরে তাঁরা নদীভাঙনের সমস্যার সঙ্গে বসবাস করলেও গত তিন বছরে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের পরও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি নদীর পাড়ে জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ড্রেন নির্মাণের দাবিও জানান স্থানীয়রা।বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আপাতত জরুরি ভিত্তিতে ভাঙন রোধের কাজে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে স্থায়ী সমাধানের জন্য বৃহত্তর প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে বলেও মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।এদিকে এলাকার বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি আশ্বাস দেন, সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে ভবিষ্যতে নদীভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।বর্ষার শুরুতেই দেও নদীর তীরবর্তী এলাকায় নতুন করে ভাঙন দেখা দেওয়ায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখন দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে কুমারঘাটবাসী।

মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি 'উত্তেজনা ও ভয়ের পরিবেশ' তৈরি করছে, দাবি বিজেপি বিধায়কের

ভোপাল, ৩ জুন (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) নিয়ে বিতর্কের আবহে বিজেপি বিধায়ক রামেশ্বর শর্মা বুধবার দাবি করেছেন যে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের জনবিন্যাস (ডেমোগ্রাফি) বদলে যাচ্ছে এবং এর ফলে সমাজে "উত্তেজনা ও ভয়ের পরিবেশ" তৈরি হচ্ছে। ভোপালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অনেক অঞ্চলের জনবিন্যাস পরিবর্তিত হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি সমাজে উদ্বেগ ও ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে।" এই প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। শর্মা বলেন, "দেশজুড়ে এমন একটি দাবি জোরালো হচ্ছে যে কোনও পরিবারের তিনটির বেশি সন্তান থাকা উচিত নয়। যারা অতিরিক্ত সন্তান জন্ম দিচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।" প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী-র পরিবার পরিকল্পনা নীতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি কংগ্রেসকে সরকারের পদক্ষেপে সমর্থন জানানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "মধ্যপ্রদেশে ইউসিসি কার্যকর করার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উচিত বিজেপি সরকারকে সমর্থন করা, ভুল তথ্য ছড়িয়ে বাধা সৃষ্টি করা নয়।" শর্মার এই মন্তব্য এমন সময়ে এসেছে, যখন দু'দিন আগে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ঘোষণা করেছিলেন যে রাজ্যে শীঘ্রই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা হবে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার ইউসিসি প্রয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এ বিষয়ে জনমত সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি দাবি করেন, বিবাহ ও পারিবারিক বিষয় নিয়ে ধর্মভিত্তিক পৃথক ব্যক্তিগত আইন এখন আর প্রয়োজনীয় নয়। বর্তমানে রাজ্য সরকার আইন বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে। সেই মতামতের ভিত্তিতে ইউসিসি সংক্রান্ত বিলের খসড়া প্রস্তুত করা হবে। তবে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত শর্মার মন্তব্যের বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আহমেদাবাদে অভিযানে ১৬৬ বাংলাদেশি নাগরিক চিহ্নিত

আহমেদাবাদ, ৩ জুন (আইএএনএস): গুজরাট পুলিশের বৃহৎ অভিযানে আহমেদাবাদে আটক সন্দেহভাজন অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে ১৬৬ জনের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব নিশ্চিত হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন জালিয়াতির মাধ্যমে ভারতীয় আধার কার্ড সংগ্রহ করেছিলেন। ফলে নথি জালিয়াতি চক্রের বিরুদ্ধে বৃহত্তর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বুধবার চলমান অভিযানের অগ্রগতি সম্পর্কে জানিয়ে আহমেদাবাদ পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) শারদ সিংঘাল বলেন, 'অপারেশন ডেল্টা হান্ট'-এর আওতায় সারা গুজরাটে ৩০০-রও বেশি ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১৬৬ জনের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়েছে। তিনি জানান, "এই ১৬৬ জনের মধ্যে বেশ কয়েকজন বেআইনিভাবে ভারতীয় আধার কার্ড সংগ্রহ করেছিলেন। কারা এবং কীভাবে এই নথি তৈরি করে দিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" পুলিশ আরও তদন্ত করছে, ওই ব্যক্তিরা কীভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, এখানে কী ধরনের কাজ করতেন এবং কোন মাধ্যমে অর্থ লেনদেন বা দেশে টাকা পাঠাতেন।

এই অভিযান পরিচালিত হয় আহমেদাবাদের পুলিশ কমিশনার জি.এস. মালিক-এর তত্ত্বাবধানে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ, সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ, স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ (এসওজি) এবং স্থানীয় থানার ৩০টিরও বেশি দল এতে অংশ নেয়। শহরের নারোদা, দানিলিমদা, ভাটভা, ভাটভা জিআইডিসি, জুহাপুরা-সহ বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি ও পরিচয় যাচাই অভিযান চালানো হয়। শরদ সিংহল জানান, গোয়েন্দা তথ্য এবং প্রযুক্তিগত নজরদারির মাধ্যমে জানা গিয়েছিল যে গত বছর চাঁদোলা লেক এলাকায় পুলিশের অভিযানের পর পালিয়ে যাওয়া কিছু ব্যক্তি পরে আহমেদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস শুরু করেছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৬০.৮৪ কোটি টাকায় নতুন ভবন পাচ্ছে বাইখোড়া থানা, নির্মাণস্থল পরিদর্শনে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া

আগরতলা, ৩ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোড়া থানার জন্য নতুন ভবন নির্মাণে ৬০.৮৪ কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। বুধবার প্রস্তাবিত নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন মন্ত্রী তথা জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের পর বাইখোড়া থানার নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকার পুলিশি পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নতুন গতি আসবে।

এদিনের পরিদর্শন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, এসডিপিও বাপ্পি দেববর্মা, বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণুচন্দ্র দাস, গণপূর্ত দপ্তরের আধিকারিকসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া জানান, প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই নির্মাণকাজ শুরু হবে। তিনি বলেন, "এটি দীর্ঘদিনের জনদাবি ছিল। স্থানীয় মানুষের আবেগ ও প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী নতুন থানা ভবন নির্মাণের জন্য ৬০ কোটিরও বেশি টাকা অনুমোদন করেছেন। বর্তমান থানা ভবনটি অনেক পুরনো। নতুন ভবন নির্মিত হলে পুলিশি পরিষেবা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও উন্নত হবে।"

তিনি আরও বলেন, জনগণকে উন্নত পরিষেবা প্রদান এবং প্রশাসনিক পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে চলেছে।

এদিকে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা জানান, নির্মাণস্থল নির্বাচনসহ প্রকল্পের বিভিন্ন প্রাথমিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নতুন ভবনে পুলিশ কর্মীদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে এবং সাধারণ মানুষও আরও উন্নত পরিষেবা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে দীর্ঘ শিফট ও রাতভর শুটিং নিয়ে মুখ খুললেন কিশোরী শাহানে

মুম্বই, ৩ জুন (আইএএনএস): টেলিভিশন জগতের দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং রাতভর শুটিংয়ের বাস্তবতা নিয়ে খোলামেলা কথা বললেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী কিশোরী শাহানে। তাঁর মতে, টিভি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে হলে কঠোর পরিশ্রম ও সময়ের প্রতি অঙ্গীকারকে মেনে নিতেই হয়।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কিশোরী শাহানে বলেন, টেলিভিশনে প্রতিদিন নতুন কনটেন্ট সম্প্রচারের চাপ থাকায় অভিনেতাদের দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয়। অনেক সময় প্রযোজনাগত বিলম্ব বা শিডিউল সংক্রান্ত সমস্যার কারণে রাতভর শুটিংও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তিনি বলেন, "টেলিভিশন সবসময়ই কঠোর পরিশ্রম দাবি করে। আগে সিরিয়াল সপ্তাহে একদিন সম্প্রচারিত হতো, পরে পাঁচ দিন, আর এখন অনেক অনুষ্ঠান প্রতিদিন দেখানো হয়। স্বাভাবিকভাবেই কাজের চাপও বেড়েছে। এই ইন্ডাস্ট্রির অংশ হতে চাইলে সেই দায়বদ্ধতা মেনে নিতেই হবে।"

অভিনেত্রী আরও জানান, "টেলিভিশনের শিল্পীরা নিয়মিতভাবে দর্শকদের জন্য কনটেন্ট তৈরি করতে নিরলস পরিশ্রম করেন। দীর্ঘ শিফট খুবই সাধারণ বিষয়। কখনও কখনও শুটিংয়ে দেরি বা সময়সূচির সমস্যার কারণে রাতভর কাজ করতেও হয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং পেশা।"

বিগত কয়েক দশকে টেলিভিশন জগতের পরিবর্তন সম্পর্কেও নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন তিনি। তাঁর মতে, গল্প বলার ধরন এবং অভিনয়ের শৈলীতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।

'শক্তি-অস্তিত্ব কে এহসাস কি'-খ্যাত এই অভিনেত্রী বলেন, "আগে দৃশ্যগুলো অনেক দীর্ঘ এবং আবেগঘন হতো। এখন ডিজিটাল মাধ্যম ও দর্শকদের দেখার অভ্যাস বদলে যাওয়ায় দৃশ্যগুলো ছোট, দ্রুতগতির এবং সংক্ষিপ্ত হয়েছে। আগে দিনে হয়তো কয়েকটি দীর্ঘ দৃশ্যে অভিনয় করতে হতো, এখন অনেক ছোট ছোট দৃশ্য করতে হয়। এতে অভিনয়ে আলাদা ছন্দ ও স্বাদ আসে। অভিনেতাদের জন্যও এটি উপভোগ্য, আবার দর্শকদেরও আগ্রহ ধরে রাখে।"

উল্লেখ্য, কিশোরী শাহানে টেলিভিশনের জনপ্রিয় ধারাবাহিক কোহি আপনা সা, শক্তি---অস্তিত্ব কে এহসাস কি এবং ইশক মে মারজাওয়ান-এ অভিনয়ের জন্য বিশেষ পরিচিতি পেয়েছেন।

২০১৯ সালে তিনি বিগ বস মারাঠি ২-এ অংশগ্রহণ করে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। সম্প্রতি তাঁকে দেখা গেছে ঘুম হ্যায় কিসিকে পেয়ার মেইন এবং ক্যাসে মুঝে তুম মিল গয়ে ধারাবাহিকে।

নির্বাচন সংক্রান্ত ভুয়ো তথ্য ও ডিজিটাল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন ইসিআই-এর

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (আইএএনএস): নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভুয়ো তথ্য (মিসইনফরমেশন), বিভ্রান্তিকর প্রচার (ডিসইনফরমেশন) এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপায় নিয়ে দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সূচনা করল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। বুধবার দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট-এ এই সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়।

"নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও প্রচারাভিযানে গণমাধ্যমের জন্য বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন এবং উদ্ভাবন" শীর্ষক এই সম্মেলন বৃহস্পতিবার শেষ হবে। এতে নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের পাশাপাশি শিক্ষাবিদ, গবেষক ও গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা অংশ নিয়েছেন। মূলত ডিজিটাল যুগে নির্বাচন ব্যবস্থাপনার সামনে উদ্ভূত নতুন চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এই মঞ্চে।

সম্মেলনে ৪৮০-রও বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জেলা নির্বাচন আধিকারিক, নির্বাচনী নথিভুক্তিকরণ আধিকারিক, বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাবের সদস্যরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করতে বুথ-স্তরের আধিকারিক এবং বুথ-স্তরের এজেন্টদের জন্য বিস্তৃত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালানো হয়েছে। তাঁর মতে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক ভোটারের অংশগ্রহণ নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থারই প্রতিফলন।

এই সম্মেলনের অন্যতম লক্ষ্য হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচনী অভিজ্ঞতা, আদর্শ মানদণ্ড এবং সেরা চর্চাগুলিকে নথিবদ্ধ করে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি করা। সম্মেলনে যে সুপারিশ ও আলোচনা উঠে আসবে, তা চলতি বছরের জানুয়ারিতে গৃহীত দিল্লি ঘোষণাপত্র-এর ভিত্তিতে প্রস্তুত হতে চলা একটি বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানা গেছে।

আলোচনার মূল বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছেনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভুয়ো তথ্য ও বিভ্রান্তিকর প্রচারের বিস্তার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি ডিপফেক ও সিন্থেটিক মিডিয়ার হুমকি, অস্বচ্ছ ডিজিটাল রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন এবং নির্বাচনী প্রচারে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রশ্ন।

দিল্লির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর, জজ্জজ্জ ডিইএম এবং দিল্লি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৬ সালে ভারতের আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র ও নির্বাচনী সহায়তা ইনস্টিটিউট-এর চেয়ারম্যানশিপের আওতায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মোদি সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক, রাজ্যজুড়ে কর্মসূচির ঘোষণা

আগরতলা, ৩ জুন: কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে সরকারের উন্নয়নমূলক সাফল্য, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নবদল বণিক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বে গত ১২ বছর ছিল "সেবা, সুশাসন, বিশ্বাস ও জনকল্যাণের" এক উজ্জ্বল অধ্যায়। বৈঠকে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম, জনমুখী উদ্যোগ এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

নবদল বণিক আরও বলেন, উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যে দলীয় কর্মীদের করণীয় ও দায়িত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, "দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা সকলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

অন্যদিকে, বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য সহ-সভাপতি ভিকি প্রসাদ জানান, ২০২৬ সালের ৭ জুন এনডিএ সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার ১২ বছর পূর্ণ করবে। তিনি এই সময়কালকে প্রধানমন্ত্রী মোদির "ন্যাশন ফার্স" আদর্শে পরিচালিত এক ঐতিহাসিক সাফল্যের অধ্যায় বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, "বিশ্বাস, উন্নয়ন ও জনকল্যাণের ১২ বছর" উদযাপন উপলক্ষে আগামী ৫ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি অভিষেক দেবরায়-এর নির্দেশনায় এই কর্মসূচিগুলি পরিচালিত হবে বলে তিনি জানান।

বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের সাফল্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।

মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ফের ডেপুটেশন সেরিকালচার, হ্যান্ডলুম ও রেশম শিল্প কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন: মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ফের আন্দোলনে সরব হলেন সেরিকালচার, হ্যান্ডলুম ও রেশম শিল্পের কর্মীরা। বুধবার ইন্দ্রনগরস্থিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কার্যালয়ে গিয়ে অধিকর্তা অজিত শুক্লা দাসের নিকট একটি ডেপুটেশন প্রদান করেন তাঁরা।

ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কর্মীরা জানান, এর আগেও একাধিকবার মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের দাবির কোনও কার্যকর সমাধান হয়নি।

কর্মীদের অভিযোগ, ২০১২ সালে নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে তাঁদের মজুরি খুবই কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দৈনিক মাত্র ২৩০ টাকা মজুরি পাচ্ছেন তাঁরা, যা বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে এই আয়ে সংসার চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত থাকলেও ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এত কম মজুরিতে পরিবার পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কর্মীরা সরকারের কাছে তাঁদের মজুরি পুনর্বিবেচনা করে নির্দিষ্ট ও সম্মানজনক বেতন কাঠামো চালুর দাবি জানান। একইসঙ্গে দ্রুত বিষয়টির সমাধান না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটার ইঙ্গিত দেন তাঁরা।

ডেপুটেশনের মাধ্যমে পুনরায় দাবি সনদ তুলে দিয়ে কর্মীরা আশা প্রকাশ করেন যে প্রশাসন তাঁদের দীর্ঘদিনের সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ভিলেজ কমিটির নির্বাচন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন: ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জিলা পরিষদের অধীন বিভিন্ন ভিলেজ কমিটির সাধারণ নির্বাচন-২০২৬ এর জন্য খসড়া ভোটার তালিকা গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী সারা রাজ্যে ভিলেজ কমিটি এলাকায় মোট ভোটার রয়েছেন ৯,৬০,৪৩০ জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার রয়েছেন ৪,৭৮,৯৫৭জন, পুরুষ ভোটার রয়েছেন ৪,৮১,৪৭১ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ২ জন।

ত্রিপুরায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ, শিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মনের সঙ্গে বৈঠকে ড. বুল্টি দাস

আগরতলা, ৩ জুন: ত্রিপুরায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রসার ও উচ্চশিক্ষায় এর পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে মঙ্গলবার রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বিস্তারিত আলোচনায় অংশ নেন ন্যাশনাল সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. বুল্টি দাস।

সম্প্রতি ড. দাস সামাজিক মাধ্যমে ত্রিপুরায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সংস্কৃত শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা নিয়ে একাধিক গঠনমূলক মতামত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সেই পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব দিয়েই শিক্ষামন্ত্রী তাঁকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

বৈঠকে সংস্কৃত শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। ড. দাস রাজ্যের সমস্ত সরকারি বিদ্যালয়ে সংস্কৃতকে একটি বিষয় হিসেবে চালু করার পাশাপাশি ধাপে ধাপে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও এর বিস্তারের প্রস্তাব দেন। তাঁর মতে, সংস্কৃত নিয়ে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের জন্য ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি জানান, আধুনিক যুগে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ডিজিটাল মার্কেটিং এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের মতো বিষয়ের সংযোগ তৈরি হচ্ছে। দেশের একাধিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাও সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ কর্মী খুঁজছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার ওপর জোর দিয়ে ড. দাস বলেন, সংস্কৃত বিষয়ের পরীক্ষাগুলি সংস্কৃত ভাষাতেই হওয়া উচিত এবং প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই সংস্কৃতে হওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষার উন্নয়নে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও আর্থিক সহায়তা রাজ্য আরও বেশি কাজে লাগাতে পারে বলেও মত প্রকাশ করেন তিনি।

বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন বলেন, ড. বুল্টি দাসের মূল্যবান মতামত ও প্রস্তাবগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিষয়গুলি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা, ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে নাগরিকদের গঠনমূলক পরামর্শ এবং ইতিবাচক অংশগ্রহণ সবসময়ই স্বাগত। সমালোচনা তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা উন্নয়নের স্বার্থে এবং যুক্তিনির্ভর হয়।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা বৈঠকে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রস্তাব পর্যালোচনা করে আগামী দিনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে।

এক রাতে তিন অভিযানে বড় সাফল্য পিআর বাড়ি থানার, উদ্ধার ৭৪ কেজির বেশি গাঁজা ও ৮০ বান্ডিল কাপড়

আগরতলা, ৩ জুন : সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান রোধে বড় সাফল্য পেল পিআর বাড়ি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ভোর থেকে পরপর তিনটি পৃথক অভিযানে পুলিশ ৮০ বান্ডিল কাপড় এবং ৭৪ কেজিরও বেশি গাঁজা উদ্ধার করেছে। ঘটনায় দুটি বোলেরো গাড়ি ও একটি ই-রিকশা আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার মধ্যে একজন নাবালক রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রথম অভিযানটি চালানো হয় রাঙ্গামুড়া এলাকায়। ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওসি রতন রবি দাস, এসআই প্রসেনজিৎ গোপ এবং এসআই নিরণ দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশ দুটি বোলেরো গাড়ি আটক করে। গাড়ি দুটি তল্লাশি করে ৮০ বান্ডিল কাপড় উদ্ধার করা হয়। তবে চালকরা কাপড় পরিবহনের কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় চোরাচালানের সন্দেহে বিএনএসএস-এর ১০৬ ধারায় মালামাল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এরপর দ্বিতীয় অভিযান চালানো হয় রাধানগর ২ নম্বর টিলা এলাকায়। পিআর বাড়ি থানার পুলিশ এবং জেলা মোবাইল ফরেনসিক দলের যৌথ অভিযানে একটি ই-রিকশা আটক করা হয়। তল্লাশিতে ই-রিকশা থেকে ৪০ কেজি ৪২০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় ডিমাতলি এলাকার বাসিন্দা ত্রিদীপ সাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি এক নাবালককেও আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

একই রাতে তৃতীয় অভিযান চালানো হয় রাজনগর মুসলিমপাড়া এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত বেড়ার নিকটবর্তী স্থানে। সেখানে একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে দুটি প্লাস্টিকের বস্তায় রাখা মোট ১৮টি প্যাকেট উদ্ধার করে পুলিশ। এর মধ্যে ১৬টি প্যাকেটের ওজন ছিল ২ কেজি করে এবং দুটি প্যাকেটের ওজন ছিল ১ কেজি করে। সব মিলিয়ে ৩৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার কোনও দাবিদার না থাকায় তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এ প্রসঙ্গে পিআর বাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাস জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক রাতেই তিনটি পৃথক স্থানে অভিযান চালানো হয়। কাপড় পরিবহনের ক্ষেত্রে কোনও বৈধ নথি পাওয়া যায়নি। গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় দু'জনকে আটক করা হয়েছে এবং তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান রুখতে পুলিশের অভিযান ভবিষ্যতেও জোরদার করা হবে বলে তিনি জানান।

এক রাতে ৭৪ কেজিরও বেশি গাঁজা এবং ৮০ বান্ডিল কাপড় উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় অবৈধ চোরাচালান রোধে পুলিশের এই তৎপরতাকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বগাফা বনদপ্তরের জমি থেকে মাটি কাটার অভিযোগ, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি এলাকাবাসীর

আগরতলা, ৩ জুন: বগাফা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস সংলগ্ন এলাকায় বনদপ্তরের জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রি করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, বনদপ্তরের জমিতে থাকা গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত করে কিছু ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে মাটি কেটে নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও বগাফা বনদপ্তরের অধীন কলসী দাগাইছড়া এলাকায় বনভূমি থেকে মাটি বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল। বর্তমানে একই ধরনের কার্যকলাপ বগাফা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস সংলগ্ন এলাকাতেও দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, বনদপ্তরের জমিতে বিভিন্ন স্থাপনা ও দোকানপাট নির্মাণ হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের সামনে 'সেন মেডিক্যাল হল' নামে একটি ওষুধের দোকান বনদপ্তরের জমিতে গড়ে উঠেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও বনদপ্তরের জমিতে পুর পরিষদের উদ্যোগে স্টল নির্মাণ করা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

অতীতে বনদপ্তরের কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অবৈধ বালু উত্তোলন ও বনজ সম্পদ ধ্বংসে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ উঠেছিল বলেও এলাকাবাসী উল্লেখ করেছেন। যদিও এসব অভিযোগের বিষয়ে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বর্তমানে বগাফা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস সংলগ্ন এলাকা এবং কলসী দাগাইছড়ায় প্রকাশ্যে মাটি কাটার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মাটি বহনকারী ভারী যানবাহনের কারণে থানা সংলগ্ন সড়কের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং বর্ষাকালে দুর্ভোগ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

এলাকাবাসীর দাবি, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেন দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং বনদপ্তরের জমিতে যেকোনো ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়।

শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার ১৩৬তম

● আটের পাতার পর

মানবকল্যাণ, ধর্মপ্রচার ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর অমর বাণী, "রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়বে, আমাকে স্মরণ করবে, আমি রক্ষা করব", আজও কোটি ভক্তের হৃদয়ে গভীর বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে রয়েছে।

১৮৯০ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ তিনি মহাসমাধি লাভ করেন। সেই দিনটিকেই প্রতি বছর তিরোধান দিবস হিসেবে পালন করেন তাঁর ভক্তরা। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আশ্রম ও মন্দিরে এদিন বিশেষ পূজা, প্রার্থনা ও সেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন রাজধানীর লোকনাথ আশ্রমেও ভক্তদের উপস্থিতি ও ধর্মীয় আবহে তিরোধান দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।

বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল যুবকের

● আটের পাতার পর

বাবার উৎসব উপলক্ষে এলাকার এক বন্ধুর বাড়িতে লোকনাথ বাবার মূর্তি পৌঁছে দিতে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বাইকে করে গিয়েছিলেন সাগর। অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে নয়নপুর এলাকায় তাঁদের বাইকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন সাগর সরকার। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে দ্রুত দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত সাগরকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পরে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর পরিবারের সদস্যদের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়। এদিকে, এই অকাল মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে শোকের মাতম দেখা যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

রেলাইনে মৃতদেহ

● আটের পাতার পর পরে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডোমের সহায়তায় মৃতদেহ রেললাইন থেকে সরিয়ে নেয়। মৃতদেহ অপসারণের পরই ট্রেনটি সাব্রুমের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

রেলকর্মীদের এই মানবিক ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা, উপস্থিত পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা এবং যাত্রীরা। তাঁদের মতে, মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে চালক ও সহচালকের নেওয়া সিদ্ধান্ত মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এদিকে, মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার জন্য পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

াঙ্গন

সোনামুড়ায় অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে টানা জয় মেলাঘর কোচিং সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।।জয় অব্যাহত রাখলো মেলাঘর কোচিং সেন্টার। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে লিগ টেবিলের শীর্ষে মেলাঘর কোচিং সেন্টার। কুলদীপ সরকার এবং অলক সূত্রধরের দুরন্ত পারফরম্যান্স আসে জয়। ৪ উইকেটে পরাজিত করে খাস চৌমুহনি ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। মেলাঘরের শহীদ কাজল আনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি।সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে খাসচৌমুহনি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ১১৩ রান করে। দলের পক্ষে অংশুমান দেববর্মা ৪২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং অজয় দাস ৪৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। মেলাঘর কোচিং সেন্টারের পক্ষে অলক সূত্রধর ২০ রানে, প্রীতম দেবনাথ ২৭ রানে ৩ টি করে এবং তুহিন মজুমদার ৫ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে মেলাঘর কোচিং সেন্টার ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে কুলদীপ সরকার ৬২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া অলক সূত্রধর ২১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রান করে।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। খাস চৌমুহনি ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের পক্ষে অরিজিৎ দাস ৮ রানে ৩ টি এবং আরমান মাইশান ৩৩ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। খাস চৌমুহনি দল পরাজয় দিয়ে আসর শুরু করলো।

সম্পন্ন হলো টিএফএ-র সভা, ১০ই জুন থেকেই শুরু হচ্ছে 'সি' ডিভিশন ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। আসন্ন ২০২৬-২০২৭ সালের তৃতীয় ডিভিশন (সি ডিভিশন) ফুটবল লীগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে আজ, বুধবার সন্ধ্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছিল ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন (টিএফএ) এবং অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলো। আগরতলাস্থিত টিএফএ কার্যালয়ে আয়োজিত এই সভায় লীগ কমিটির সেক্রেটারি তথা টিএফএ-র যুগ্ম সম্পাদক তপন সাহার উপস্থিতিতে লীগের বিভিন্ন নিয়মাবলী ও চূড়ান্ত রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ক্লাব প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আগামী ১০ই জুন থেকে লীগ শুরু করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।এবারের 'সি' ডিভিশন ফুটবল লীগে মোট ১৪টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে খেতাবের লড়াই চূড়ান্ত করা হয়েছে। গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছে ইউনাইটেড বিএসটি, উমাকান্ত কোচিং সেন্টার, পান্তই স্পোর্টিং সোসাইটি, ভারত রত্ন সংঘ, এডিসি, কদমতলী যুব সংস্থা এবং সিমনা তামাকারি এফসি। অপরদিকে গ্রুপ 'বি'-তে স্থান পেয়েছে সবুজ সংঘ, সাই এসটিসি, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশব সংঘ, ইকফাই ইউনিভার্সিটি এফসি, ইয়ুথ ক্লাব এবং জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। চূড়ান্ত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১০ই জুন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচের মধ্য দিয়ে এই লীগের সূচনা হবে। প্রথম ম্যাচে গ্রুপ 'এ'-র দল ইউনাইটেড বিএসটি মুখোমুখি হবে উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের। পরের দিন অর্থাৎ ১১ই জুন গ্রুপ 'বি'-র প্রথম ম্যাচে সবুজ সংঘের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে সাই এসটিসি। লীগের সবকটি ম্যাচই প্রতিদিন বিকেল ৩টে থেকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এবং আগামী ১লা জুলাই পর্যন্ত এই লীগ চলবে বলে টিএফএ সূত্রে জানানো হয়েছে। আজকের সভা সফল হওয়ায় লীগ কমিটির কর্তারা টুর্নামেন্টটি সফল করতে ক্রীড়ামোদীদের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

চতুর্থ বিশ্বকাপ জিতবে আর্জেন্টিনা, বিশ্বকাপ শুরুর আগেই স্বপ্ন দেখা শুরু সমর্থকদের

গত বার বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা। কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে অধরা ট্রফি হাতে তুলেছিলেন লিয়োনেল মেসি। সমর্থকেরা মনে করছেন, এ বারও তাঁদের দল হাতে ট্রফি তুলতে পারবে। সৌজন্যে মেসির ঘরের নম্বর। কানসাসে যে হোটেলে আর্জেন্টিনা থাকছে, সেখানে মেসিকে যে ঘর দেওয়া হয়েছে তার নম্বর দেখেই আশা বুনতে শুরু করেছেন সমর্থকেরা।

মেসির ঘরের নম্বর ২০২। যোগ করলে হয় ৪। ফলে সমর্থকেরা কার্যত নিশ্চিত, এ বার চতুর্থ বিশ্বকাপ জিতবে আর্জেন্টিনা। কাতারে মেসির ঘরের নম্বর ছিল ২০১। যোগ করলে হয় ৩। গত বার তৃতীয় বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা। ফলে এ বারও উত্তেজনার পারদ চড়ছে।

আর্জেন্টিনা দল আগেই কানসাসে পৌঁছে গিয়েছিল। রবিবার ভোররাতে মেসি এবং রদ্রিগো দি পল ব্যক্তিগত বিমানে মিয়ামি থেকে এসে পৌঁছন। তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে প্রচুর সমর্থক হাজির হয়েছিলেন। একটি ভ্যানে করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁদের হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। কানসাস নদীর পাশেই রয়েছে আর্জেন্টিনার হোটেল। সেখানে আর্জেন্টিনার ফুটবল সংস্থার সভাপতি ক্লদিয়ো তাপিয়া মেসিদের অভ্যর্থনা জানান।

প্রথম রাত খুব একটা ভাল কাটেনি। পূর্বাভাস অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় হয়েছে। তার জেরে নিরাপত্তা দেওয়ার বেড়া, তাঁবু এবং ত্রিপল উড়ে গিয়েছে বেশ কিছু জায়গায়। সকালে দেখা গিয়েছে বেশ কিছু জায়গায় গাছ পড়েছে। সোমবারের মধ্যে আর্জেন্টিনা দলের সকলে শিবিরে যোগ দিয়েছেন।

আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের অনুশীলন করবে কম্পাস মিনারেলস জাতীয় পারফরম্যান্স কেন্দ্রে। এটি স্পোর্টিং কানসাস সিটির সম্পত্তি। সেখানে পাঁচটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ফুটবল মাঠ, ক্রায়োথেরাপি, জিম-সহ প্রচুর অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা রয়েছে। অনুশীলনের মাঠ থেকে হোটেল মাত্র ২০ মিনিট দূরে। ফুটবলারদের পরিবার আলাদা হোটেলে থাকছে।

প্রথম দিন অনুশীলন করেননি গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ইউরোপে লিগের ফাইনালে আঙুলে চোট পেয়েছে। প্রস্তুতি ম্যাচেও খেলবেন না। তবে বিশ্বকাপের আগে সুস্থ হয়ে যাবেন। চোট রয়েছে লিয়ান্দ্রো পারেদেসেরও। জার্সি সংখ্যাতেও চমক রয়েছে। অবসর নেওয়া অ্যাঙ্খেল দি মারিয়ার ১১ নম্বর জার্সি

পেয়েছেন জিয়োভান্নি লো সেলসো। লিসান্দ্রো মার্তিনেজ ২৫-এর বদলে ৬ নম্বর জার্সি পরবেন। তবে মেসির জার্সি সংখ্যা ১০-ই থাকছে। কিছু সংখ্যা কখনও বদলায় না।

ব্যক্তিগত মূল্যে লিয়োনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা এগিয়ে থাকলেও সব ফুটবলারদের মোট মূল্যে ৪৭টি দেশকে টেক্কা দিয়েছে ফ্রান্স। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ড এবং তৃতীয় স্থানে লামিনে ইয়ামালের স্পেন।

ইংল্যান্ডের একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এমবাপেদের দলের মোট মূল্য ১৩২ কোটি পাউন্ড। ভারতীয় মূল্যে যা প্রায় ১৬ হাজার ৯৫৫ কোটি টাকা। ফ্রান্সের সবচেয়ে দামি ফুটবলার এমবাপের মূল্য ১৭.৩ কোটি পাউন্ড বা ২২২০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ড। হ্যারি কেনদের বিশ্বকাপ দলের মোট মূল্য ১১৩ কোটি পাউন্ড বা প্রায় ১৪ হাজার ৫১২ কোটি টাকা। ইংল্যান্ড দলের সবচেয়ে দামি ফুটবলার জুড বেলিংহ্যাম। তাঁর মূল্য প্রায় ১২.২ কোটি পাউন্ড বা ১৫৫৪ কোটি টাকা।

বিশ্বকাপের দামি দলের তালিকায় প্রথম পাঁচে রয়েছে স্পেন, পর্তুগাল এবং জার্মানি। এই দলগুলির মোট মূল্য যথাক্রমে ১৪ হাজার কোটি টাকা, ১১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা এবং ১১ হাজার ৭৮ কোটি টাকার কাছাকাছি। ব্রাজিল রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে। পাঁচ বারের বিশ্বজয়ীদের এ বারের দলের মূল্য প্রায় ১০ হাজার ১২৪ কোটি টাকা। গত বারে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা রয়েছে অষ্টম স্থানে। মেসির দলের মূল্য ৯ হাজার ৯০ কোটি টাকার মতো। দক্ষিণ আমেরিকার দুই দেশের মাঝে রয়েছে নেদারল্যান্ডস। সপ্তম স্থানে থাকা নেদারল্যান্ডস দলের মূল্য ৯ হাজার ৩০০ কোটি টাকার মতো। প্রথম ১০টি দলের মধ্যে রয়েছে নরওয়ে এবং বেলজিয়ামও। নবম স্থানে থাকা নরওয়ে দলের মোট মূল্য প্রায় ৬ হাজার ৬৭২ কোটি টাকা। ১০ নম্বরে থাকা বেলজিয়ানদের মোট মূল্য প্রায় ৬ হাজার ২৭ কোটি টাকা।

বিশ্বকাপের প্রধান আয়োজক দেশ আমেরিকা। তাদের দলের মোট মূল্য প্রায় ৪২০০ কোটি টাকা। আমেরিকা রয়েছে ১৮ নম্বরে। অন্য দুই আয়োজক দেশ কানাডা এবং মেক্সিকো অনেকটাই পিছিয়ে। কানাডা দলের মূল্য প্রায় ২২৫৪ কোটি টাকা। তারা রয়েছে এই তালিকায় ২৬ নম্বরে। ঠিক পরেই ২৭ নম্বরে মেক্সিকো। তাদের দলের মোট মূল্য প্রায় ২১৬০ কোটি টাকা।মেসির ঘরের নম্বর ২০২। যোগ করলে হয় ৪। ফলে সমর্থকেরা কার্যত নিশ্চিত, এ বার চতুর্থ বিশ্বকাপ জিতবে আর্জেন্টিনা। কাতারে মেসির ঘরের নম্বর ছিল ২০১। যোগ করলে হয় ৩। গত বার তৃতীয় বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা। ফলে এ বারও উত্তেজনার পারদ চড়ছে।

এশিয়ার সবচেয়ে দামি দল জাপান রয়েছে ২২ নম্বরে। তাদের দলের মোট মূল্য প্রায় ৩ হাজার ৯৬ কোটি টাকা। এশিয়ার আর এক ফুটবল শক্তি দক্ষিণ কোরিয়া রয়েছে ৩৩ নম্বরে। তাদের দলের মূল্য প্রায় ১৫৮০ কোটি টাকা। এ বারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে কম দামি দল জর্ডনের। তাদের দলের মোট মূল্য প্রায় ২১৭ কোটি টাকা।

টিসিএ-র নতুন সূচি: স্কুল টি-২০ ও অনূর্ধ-১৩ টুর্নামেন্টের ম্যাচে রদবদল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। অনিবার্য কারণবশত সদর ইন্টার স্কুল (বালক) টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আগামী ৮ জুনের ম্যাচগুলি একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) সচিব সুব্রত দে এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ৮ জুনের নির্ধারিত ম্যাচগুলি এখন আগামী ৯ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। তবে ম্যাচগুলির ভেন্যু, সময়সূচি এবং অন্যান্য সমস্ত বিবরণ অপরিবর্তিত থাকছে। এর পাশাপাশি, উমাকান্ত একাডেমি (ইংলিশ মিডিয়াম) বনাম সেন্ট পলসস্কুলের মধ্যকার বিশেষ ম্যাচটির শুরুর সময় পরিবর্তন করে দুপুর ১টা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সব দল ও কর্তৃপক্ষকে এই নতুন সময় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।অন্যদিকে, রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে অনূর্ধ-১৩ রাজ্য মিট টুর্নামেন্ট নিয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উদয়পুরের কেবিআই মাঠে পূর্বনির্ধারিত অনূর্ধ-১৩ টুর্নামেন্টের বাকি থাকা সমস্ত ম্যাচগুলি এখন থেকে উদয়পুরেরই জামজুরি মাঠে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মাঠের এই পরিবর্তনের বিষয়টি অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। টুর্নামেন্ট দুটি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে, সেজন্য টিসিএ-র পক্ষ থেকে সমস্ত পক্ষকে এই সংশোধিত সূচি মেনে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

স্কুল ক্রিকেটে জয় অব্যাহত রানীর বাজার বিদ্যামন্দিরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। জয়ের ধারা অব্যাহত রানীরবাজার বিদ্যমন্দিরের। টানা ২ ম্যাচে জয়লাভ করে রয়েছে শীর্ষ স্থানে। ১৫৮ রানে পরাজিত করলো দুর্গা চৌধুরী পাড়া হেমন্ত স্মৃতি বিদ্যামান্দির কে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত আন্ত স্কুল ক্রিকেটে। রানীর বাজার স্কুল মাঠে বুধবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রানীর বাজার বিদ্যানন্দির ২২৯ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বাধিক পায় ৭৯ রান। এছাড়া দলের পক্ষে আকাশ দাস ৭৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯,সুমিত দাস ৪১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭, নোমান উদ্দিন ৫৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪, পলাশ দেবনাথ ১২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং শুভজিৎ দাস ৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দুর্গা চৌধুরী পাড়া হেমন্ত স্মৃতি বিদ্যালয় এর পক্ষে বিশাল দাস ২৬ রানে ৩ টি, সুহম শীল ৩৫ রানে এবং প্রশান্ত সরকার ৪১রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে দুর্গা চৌধুরী পাড়া হেমন্ত স্মৃতি বিদ্যালয় মাত্র ৭১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সুহম শীল১৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং রাজীব চৌধুরী ১১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২০ রান। রানীর বাজার বিদ্যমান্দির এর পক্ষে অনিক ১৩ রানে ৩ টি, বিনয় রুদ্র পাল ১১ রানে, পলাশ দেবনাথ ১৩ রানে এবং অনুপ দাস ১৩ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে।

কর্মক্ষেত্রে বিশ্বকাপের ধাক্কা, প্রায় ২ লাখ ৮ হাজার ৬৫৬ কোটি টাকা ক্ষতির আশঙ্কা

বিশ্বকাপ কড়া নাড়ছে দরজায়। ওদিকে বিশ্বকাপ চলাকালীন কর্মীদের কাজে মনোযোগী রাখা ও অফিসে ধরে রাখা নিয়োগকর্তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত মঙ্গলবার প্রকাশিত নতুন এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

ইউকেজি নামে একটি প্রতিষ্ঠানের গবেষণা অনুযায়ী, ১১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের কারণে বিশ্বজুড়ে নিয়োগকর্তাদের উৎপাদনশীলতায় প্রায় ১৭০০ কোটি ডলার (প্রায় ২ লাখ ৮ হাজার ৬৫৬ কোটি টাকা) ক্ষতি হতে পারে। জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বকাপের কারণে ৩৭ শতাংশ কর্মী তাঁদের কাজের সময়সূচি পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করছেন।

জরিপ অনুযায়ী, ২৭ শতাংশ কর্মী দেরিতে অফিসে এসে, আগেভাগে চলে গিয়ে কিংবা অনুপস্থিত থেকে কর্মদিবস ফাঁকি দিতে পারেন। এ ছাড়া ১১ শতাংশ কর্মী স্বীকার করেছেন, তাঁরা আগের রাতে মদ্যপানের ঘোর নিয়ে কাজ করবেন এবং ১৪ শতাংশ কর্মী জানিয়েছেন যে তাঁরা অফিস চলাকালীন লুকিয়ে ম্যাচ ও হাইলাইটস স্ট্রিমিং করে দেখবেন।

মানবসম্পদ, বেতন ও কর্মী ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্ল্যাটফর্ম ইউকেজি কর্মক্ষেত্রে বিশ্বকাপের প্রভাব মূল্যায়ন করতে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ৮ হাজার কর্মীর ওপর এই জরিপ চালায়।

২০২৬ বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোফিফা

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে এবারের বিশ্বকাপে ৪৮টি দেশ অংশ নিচ্ছে এবং ম্যাচ হবে মোট ১০৪টি।

ইউকেজির তথ্যমতে, বিশ্বকাপের কারণে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই উৎপাদনশীলতায় ক্ষতি হতে পারে প্রায় ১,১৭০ কোটি ডলার। এর পরেই রয়েছে জার্মানি, যেখানে ১৩৪ কোটি ডলার ক্ষতি হতে পারে।বিশ্বকাপ যত এগিয়ে আসছে ততই সমস্যা বাড়ছে ফিফার। এমনিতেই টিকিটের অতিরিক্ত দাম নিয়ে সমালোচিত তারা। সেই বিষয়েই আমেরিকার আদালত তদন্ত শুরু করতে চলেছে ফিফার বিরুদ্ধে। আদালতের দাবি, দর্শকদের থেকে যে দাম নেওয়া হয়েছে তা অবিচারের শামিল।নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সির সরকারি আইনজীবী দাবি করেছেন, ক্রেতা সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে কি না তা জানতে ফিফার বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে। তাঁর দাবি, সেই শহরে বিশ্বকাপের আটটি ম্যাচ রয়েছে। শহরবাসী চাইছিলেন, বিশ্বকাপ তাঁদের দেশে, তাঁদের শহরে হোক। কিন্তু টিকিটের অতিরিক্ত দামের কারণে নিজের শহরেই ম্যাচ দেখা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হতে পারেন। কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে ফিফার বৈচিত্রপূর্ণ দাম'-এর নীতিকে। এই নীতিতে চাহিদা অনুযায়ী টিকিটের দাম বাড়ে বা কমে।নিউ ইয়র্কের ক্রেতা এবং কর্মী সুরক্ষা দফতরের সঙ্গে কাজ করছেন সরকারি আইনজীবী। মূলত নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামের ম্যাচগুলি নিয়েই তদন্ত করছেন তাঁরা। এই স্টেডিয়ামেই হবে ফাইনাল। কিন্তু টিকিটের দাম এতটাই বেশি যে সেই শহরের লোকেরাই ম্যাচ দেখতে যাওয়া নিয়ে অ নি শ চ য. ত া য. রয়েছেন।আইনজীবী লেটিটিয়া জেমস বলেছেন, ''নিউ ইয়র্কবাসী কত বছর ধরে চাইছিলেন তাঁদের শহরে বিশ্বকাপের ম্যাচ হোক। ওদের কম দামের টিকিটে ম্যাচ দেখার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া প্রয়োজন। জোর করে বেশি দামে টিকিট কাটতে বাধ্য করানো মোটেই উচিত নয়।''ফিফার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, স্টেডিয়ামের যে মানচিত্র দেখিয়ে তারা টিকিট বিক্রি করেছে, সেই মানচিত্রের সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। অর্থাৎ মাঠের কাছাকাছি কোনও আসনের টিকিট কাটা হলেও আদতে সেই আসন মাঠ থেকে বহু দূরে, এমনটা দেখা গিয়েছে। তার বিরুদ্ধেও তদন্ত করা হচ্ছে।

ইউকেজির প্রধান পণ্য কর্মকর্তা সুরেশ ভিত্তাল বলেন, 'যখন বড় পরিসরের কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি এবং কাজে থেকেও অমনোযোগী থাকার প্রবণতা দেখা দেয়, তখন এর প্রভাব পড়ে তাৎক্ষণিক ও ব্যয়বহুল। এতে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, গ্রাহকসেবা ব্যাহত হয় এবং দলের বাকি সদস্যদের ওপর বাড়তি কাজের চাপ পড়ায় সামগ্রিক কর্মস্পৃহা নষ্ট হয়।'

তবে বিশ্বকাপে আকর্ষণীয় সব ম্যাচ দেখার লোভ থেকে কিন্তু ব্যবস্থাপকেরাও মুক্ত নন। জরিপে দেখা গেছে, ৪২ শতাংশ ব্যবস্থাপক খেলা দেখতে ছুটি নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন এবং ৪৫ শতাংশ শেষ মুহূর্তে কাজের সময় পরিবর্তনের সুযোগ খুঁজছেন।

৮ 'বুড়ো' নিয়ে রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে এবারের বিশ্বকাপ

২০২৬ বিশ্বকাপে ৪০ বছর বা তার বেশি বয়সী খেলোয়াড়ের সংখ্যা হবে রেকর্ড ৮। এক আসরে এই বয়সী এত ফুটবলার এর আগে কখনো দেখা যায়নি। মজার বিষয়, ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপ শুরুর পর আগের সব আসর মিলিয়ে ৪০ বা তার বেশি বয়সী খেলোয়াড়ের সংখ্যাই ছিল মাত্র ৮।ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'ও গ্লোবো' বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ১ হাজার ২৪৮ জন ফুটবলারের তালিকা বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানায়। এবার ন্যূনতম ৪০ বছর বয়সী আট ফুটবলার হলেন ক্রেগ গর্ডন, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, গিয়ের্মো ওচোয়া, লুকা মদরিচ, এডিন জেকো, ম্যানুয়াল নয়্যার, জোসিমার দিয়াজ ও ফার্নান্দো মুসলেরা।

এই আটজনের মধ্যে পাঁচজনই গোলরক্ষকগর্ডন, ওচোয়া, নয়্যার, দিয়াজ ও মুসলেরা। আর এই পাঁচ গোলরক্ষকের মধ্যে গর্ডন ও দিয়াজ এবারই প্রথম বিশ্বকাপে খেলবেন। তালিকায় সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় স্কটল্যান্ডের গোলরক্ষক গর্ডন।

৪৩ বছর বয়সী গর্ডন স্কটল্যান্ড দলের প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক হিসেবে খেলতে পারেন বিশ্বকাপে। 'সি' গ্রুপ থেকে ২৪ জুন ব্রাজিলের বিপক্ষেও প্রথম ম্যাচ খেলবে স্কটল্যান্ড।

গর্ডন মাঠে নামলে এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড়ের রেকর্ড গড়বেন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড়ের রেকর্ড মিসরের সাবেক গোলরক্ষক হিসাম আল হাদারির (৪৫ বছর ১৬১ দিন)। ২০১৮ বিশ্বকাপে এই রেকর্ড গড়েন তিনি।

তালিকায় দ্বিতীয় পর্তুগিজ মহাতারকা রোনালদো, ৪১ বছর বয়সে শিরোপা জয়ের স্বপ্ন নিয়ে বিশ্বকাপে যাচ্ছেন তিনি। রোনালদো পর্তুগালের হয়ে এ নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবেন। একইভাবে ষষ্ঠ বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছেন মেক্সিকোর গোলরক্ষক ওচোয়াও। তাঁর বয়স ৪০ বছর।

এত বেশি বয়সে বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই বিশ্বের শীর্ষ লিগের বাইরে খেলেন। তালিকাভুক্ত আটজনের মধ্যে শুধু মদরিচ (এসি মিলান) ও নয়্যার (বায়ার্ন মিউনিখ) ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের কোনো ক্লাবে খেলেন।বিশ্বকাপের আগে চিলির বিপক্ষে ডিআর কঙ্গোর একটি প্রীতি ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে। আফ্রিকার দেশটিতে ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কায় ম্যাচটি আয়োজনের অনুমতি দেননি স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর লা লিনিয়ার মেয়র হুয়ান ফ্রাঙ্কো। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ৯ জুন।

সংবাদমাধ্যমকে ফ্রাঙ্কো জানান, এটি 'সতর্কতামূলক পদক্ষেপ'। আন্দালুসিয়া অঞ্চলের স্বাস্থ্য বিভাগের সুপারিশ মেনেই তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। জিব্রাল্টার সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত ৬৫ হাজার জনসংখ্যার শহর লা লিনিয়ার এই মেয়র আরও বলেন, স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে পৌরসভার প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তাও ম্যাচটি আয়োজন না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

১৯৭৪ বিশ্বকাপে জায়ারে নামে অংশ নেওয়ার পর এবারই প্রথম বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ডিআর কঙ্গো। বিশ্বকাপ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আজ রাতে দলটির আরেকটি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে। বেলজিয়ামের লিয়েজে সেই ম্যাচে ডিআর কঙ্গোর প্রতিপক্ষ ডেনমার্ক।

গত মাসে ইবোলার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর বিশ্বকাপের আগে দেশে পরিকল্পিত অনুশীলন ক্যাম্প বাতিল করে ডিআর কঙ্গো ফুটবল দল। তারা বেলজিয়ামেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। অত্যন্ত সংক্রামক রক্তক্ষরণজনিত জ্বর ইবোলার প্রাদুর্ভাব গত মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে দেশটিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোর ইতুরি প্রদেশের বুনিয়ায় অবস্থিত বুনিয়া জেনারেল রেফারেল হাসপাতালে ইবোলা আক্রান্ত এক ব্যক্তিকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ১৬ মে, ২০২৬ছবি: রয়টার্স এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২ মে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ জানায়, বিশ্বকাপে অংশ নিতে হলে কঙ্গোর খেলোয়াড়দের আগে ২১ দিন আইসোলেশনে থাকতে হবে। এই সময় পার হওয়ার পরই তারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি পাবে। যুক্তরাষ্ট্রের এই বিধিনিষেধের কারণে ডিআর কঙ্গোর বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়া খেলোয়াড়দের অবশ্য বড় কোনো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না। খেলোয়াড়দের সবাই দেশের বাইরে বিভিন্ন ক্লাবে খেলেন। দলের মুখপাত্র জেরি কালেমো জানিয়েছেন, স্কোয়াডের কোনো খেলোয়াড়ই ক্লাব ফুটবলের মৌসুম শেষে আর দেশে ফেরেননি।বিশ্বকাপে 'কে' গ্রুপে ডিআর কঙ্গোর প্রথম ম্যাচ ১৭ জুন, প্রতিপক্ষ পর্তুগাল, ম্যাচটি হবে হিউস্টনে। এরপর ২৩ জুন গুয়াদালাহারায় কলম্বিয়ার বিপক্ষে এবং ২৭ জুন আটলান্টায় উজবেকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে তারা।১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো।

প্রজ্ঞানন্দের কাছে হার কার্লসেনের

অসলোয় আয়োজিত নরওয়ে দাবাতে নয়া ইতিহাস লিখলেন ভারতের রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। বিশ্বের এক নম্বর ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারালেন ভারতীয় দাবাড়ু। 'ঘরের মাঠে' প্রজ্ঞানন্দের বিরুদ্ধে কার্লসেনের ইতিহাস খুবই খারাপ। দিন কয়েক আগেই কার্লসেনকে হারিয়েছে ভারতের ২০ বছর বয়সি দাবাড়ু। ফের সেই ঘটনাই ফিরল অষ্টম রাউন্ডে।

এমনিতেই সেভাবে ফর্মে নেই কার্লসেন। কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছন্দে ছিলেন প্রজ্ঞানন্দ। তবে চাপের মুখেও দীর্ঘসময় পর্যন্ত অটল ছিলেন কার্লসেন। কিন্তু ম্যাচ যত গড়ায়, তত বিপাকে পড়েন নরওয়ের দাবাড়ু। চাপের মুখে রক্ষণাত্মক নীতি নিতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করে বসেন। চেকমেট করে ফের কার্লসেনকে হারান প্রজ্ঞানন্দ। এই জয়ের ফলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তিনি তৃতীয় স্থানে আছেন। শিরোপার লড়াইয়ে এখনও টিকে আছেন।

প্রথম ভারতীয় দাবাড়ু হিসেবে নরওয়ে দাবার আসরে কার্লসেনকে দু'বার হারালেন প্রজ্ঞানন্দ। চতুর্থ রাউন্ডে সাদা ঘুঁটি নিয়ে সাতবারের চ্যাম্পিয়নকে হারান ভারতীয় দাবাড়ু। চাপের মুখে সেবারও কার্লসেনকে ভুল করতে বাধ্য করান তিনি। এর আগে ২০২৪ সালেও ১৮ বছর বয়সি প্রজ্ঞানন্দ গোটা বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে ক্লাসিকাল দাবায় কার্লসেনকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সময় বদলেছে, ভেন্যু বদলে এসেছে অসলোয়। তবে ম্যাচের ফলাফল বদলায়নি। তবে এই জয় নিয়ে বেশি ভাবছেন না প্রজ্ঞানন্দ। তাঁর সাফ কথা, "ম্যাগনাসের বিরুদ্ধে জিততে পারা দারুণ ব্যাপার। টুর্নামেন্টের এই পর্যায়ে ম্যাচ জেতাটাই আসল কথা।

পিঠে ব্যথা হার্দিকের, আফগানিস্তান সিরিজের আগে চোট সারাতে বেঙ্গালুরুতে অলরাউন্ডার, উদ্বেগ রোহিতের চোট নিয়েও

সামনেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ। আইপিএল শেষ হতেই তাই বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে গেলেন হার্দিক পাণ্ড্য। দলে থাকলেও তাঁর চোট রয়েছে। অজিত আগরকর জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ ফিট হতে পারল তবেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবেন হার্দিক।

আইপিএল ভাল কাটেনি হার্দিকের। নিজে চোট পেয়েছেন। ভাল পারফর্ম করতে পারেননি। তাঁর নেতৃত্বে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও ভাল ফল করতে পারেনি। আগামী মরসুমে হার্দিককে সম্ভবত দলেই রাখবেন না মুম্বই কর্তৃপক্ষ। কর্তাদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মন দেওয়া ছাড়া উপায় নেই বডোদরার অলরাউন্ডারের। সম্ভবত সে কারণেই ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পেতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হার্দিক।

পিঠে ব্যথার জন্য আইপিএলে ৩ মে থেকে ১৯ মের মধ্যে চারটি ম্যাচ খেলতে পারেনি হার্দিক। তার মধ্যে ভাইরাল জ্বলেও ভুগেছেন। মুম্বইয়ের হয়ে শেষ দু'টি ম্যাচ খেললেও ১০০ শতাংশ ফিট নন তিনি। জানা গিয়েছে, এক সপ্তাহ বেঙ্গালুরুতে থাকবেন। বোর্ডের মেডিক্যাল টিম ফিটনেস পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার ছাড়পত্র পাবেন অলরাউন্ডার।

আইপিএলের সময় চোট পান রোহিত শর্মাও। তিনিও কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারেননি। তাঁকেও আইপিএলের পর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিপোর্ট করতে বলেছিল বিসিসিআই। তিনি কবে বেঙ্গালুরু যাবেন, তা জানা যায়নি। গত রবিবার টি-টোয়েন্টি মুম্বই লিগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক।

রক্তদান কর্মসূচি সমাজের কল্যাণে আরও বেশি করে করতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন: রক্তের কোন বিকল্প নেই। রক্তদানে রক্ত গৃহীতা যেমন উপকৃত হন রক্ত দাতাও শারীরিক ও মানসিক ভাবে উপকৃত হন। দেশের অন্যান্য রাজ্যের থেকে রক্তদান কর্মসূচিতে ত্রিপুরা অনেকটা এগিয়ে। রক্তদান কর্মসূচি রাজ্যে আজ একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। রক্তদান কর্মসূচি সমাজের কল্যাণে আরও বেশি করে আয়োজন করতে হবে। আজ আগরতলার রামনগরস্থিত রামকৃষ্ণ ক্লাব আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৮ থেকে ৬৫ বছরের যে কেউ রক্তদান করতে পারেন। রক্তদানে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। জনসংখ্যার নিরিখে রাজ্যে চল্লিশ হাজার ইউনিট রক্ত মজুত থাকা দরকার ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে। রাজ্যে তার চেয়ে বেশি রক্ত মজুত রয়েছে। অতীতে রাজ্যে রক্ত কণিকা আলাদা করার কোন ইউনিট ছিলনা। বর্তমানে হাসপাতালগুলিতে সেপারেশন্যাল ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে পর্যাপ্ত ব্লাড ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে রাজ্যের ক্লাবগুলিতে সুস্থ পরিবেশ ছিলনা। বর্তমানে ক্লাবগুলি রক্তদান সহ নানা সমাজসেবামূলক কাজে বেশি করে যুক্ত হচ্ছে, যা সমাজের জন্য ভালো লক্ষণ। বিশেষ করে আজ মহিলাদের দ্বারা ক্লাব এবং অনেক সামাজিক সংস্থা পরিচালিত হচ্ছে। মহিলারাও এসবের মাধ্যমে নানা সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসছেন, যা অতীতে কল্পনা করা যেতো না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহিলাদের ক্ষমতায়ণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদাতাদের সাথে কথা বলে তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। মুখ্যমন্ত্রী এই রক্তদান শিবিরে আগত বিশেষভাবে সক্ষম এক মহিলা রক্তদাতার প্রশংসা করেন এবং বলেন, রাজ্যের জন্য এটা গর্বের বিষয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, রক্তদান রাজ্যে আজ একটা উৎসবে পরিণত হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ ক্লাবের এডভাইজারি কমিটির সম্পাদক নান্টু ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ ক্লাবের সভাপতি নির্মল বর্ধন ও সম্পাদক সঞ্জয় মজুমদার প্রমুখ।

বার নির্বাচনে সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের সভাপতি প্রার্থী পৃথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন: আগামী ১৩ জুন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১২৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেদের প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় তুলে ধরে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে 'সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ'। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী হরিবল দেবনাথ, প্রশান্ত সেন চৌধুরী, সভাপতি পদপ্রার্থী পৃথা দেব, সম্পাদক পদপ্রার্থী ভাস্কর দেববর্মাসহ প্যানেলের অন্যান্য সদস্যরা।

নেতৃত্বের দাবি, এবারের নির্বাচনে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তাঁদের প্যানেল। ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সভাপতি পদে একজন মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বও নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানান তাঁরা।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, 'সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ' সংবিধান, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। তাঁদের মতে, আদালতই সাধারণ মানুষের শেষ ভরসার জায়গা। সেই কারণেই আইনজীবীদের সংগঠনে এমন নেতৃত্ব প্রয়োজন, যারা পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি সামাজিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী।

হরিবল দেবনাথ বলেন, ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও সুনাম আরও বৃদ্ধি করার পাশাপাশি আইনজীবীদের স্বার্থে কাজ করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। তিনি দাবি করেন, রাজ্যের আইনজীবী মহলে তাঁদের প্যানেল ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে এবং নির্বাচনে ভালো ফলাফল হবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

নেতৃত্বের বক্তব্য, প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষিত, অভিজ্ঞ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য কাজ করার মানসিকতা রয়েছেএমন ব্যক্তিদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই আদালত চত্বর ও বিভিন্ন এলাকায় প্রচার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে এবং আইনজীবীদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া মিলছে বলেও দাবি করা হয়।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন পূর্বে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হলেও বর্তমানে দুই বছর অন্তর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচনে বিভিন্ন প্যানেলের মোট ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনকে ঘিরে আইনজীবী মহলে ইতিমধ্যেই উৎসাহ ও তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কারে দেশের সেরা সিপাহীজলা জেলা পরিষদ

চড়িলাম প্রতিনিধি, ৩ জুন : গ্রামীণ উন্নয়ন ও সুশাসনের ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় স্তরে মর্যাদাপূর্ণ 'জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার-২০২৫' অর্জন করে নতুন ইতিহাস গড়ল ত্রিপুরার সিপাহীজলা জেলা পরিষদ। 'নানাজি দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সত্ত্বত বিকাশ পুরস্কার'-এর আওতায় সেরা জেলা পঞ্চায়েত বিভাগে সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে নজির স্থাপন করেছে এই জেলা পরিষদ।

নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ভারতের পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এই সম্মানজনক পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং। তাঁর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ধারাবাহিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মান অর্জন করেছে সিপাহীজলা জেলা পরিষদ। জাতীয় স্তরে প্রথম স্থান লাভের মাধ্যমে শুধু ত্রিপুরার মুখই উজ্জ্বল হয়নি, বরং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্যও এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই সাফল্য। এই ঐতিহাসিক অর্জনে রাজ্যজুড়ে আনন্দ ও গর্বের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনিক মহল, জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষ সিপাহীজলা জেলা পরিষদের এই কৃতিত্বকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই সম্মান ভবিষ্যতে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে আরও গতিশীল করবে এবং স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জনের এই গৌরবময় সাফল্য নিঃসন্দেহে ত্রিপুরার জন্য এক স্মরণীয় মুহূর্ত। আগামী দিনে রাজ্যের অন্যান্য পঞ্চায়েত ও স্থানীয় স্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে এটি অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কোয়েইফাংয়ে জলে ডুবে এক ব্যক্তির মৃত্যু

শান্তিরবাজার, ৩ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ি বিধানসভায় কোয়েইফাং বীরবন্ত পাড়ায় এক ব্যক্তির জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আজ সকালে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী ও পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম বাবুল মগ।

এদিন সকালে শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ি বিধানসভা অন্তর্গত কোয়েইফাং বীরবন্ত পাড়ায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি সামনে আসতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় জোলাইবাড়ি ফায়ার সার্ভিস এবং দেবদারু ফাঁড়ি থানার পুলিশকে।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান দমকল কর্মীর ও শান্তির বাজার মহকুমার শাসকের ডিস্টার ম্যানেজমেন্ট। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর জলাশয় থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে দেহটি কোয়েইফাং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম বাবুল মগ, বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। তাঁর পিতার নাম কেপরু মগ। তিনি কোয়েইফাং এলাকার বীরবন্ত পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভিড় জমান। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাবুল মগ দীর্ঘদিন ধরে খিঁচুনি বা মৃগী রোগে ভুগছিলেন। সেই কারণে তিনি অসাবধানতাবশত জলাশয়ে পড়ে যেতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দেবদারু ফাঁড়ি থানার এস আই বকুল রিয়াং জানান, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে। এই আকস্মিক ও মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা কোয়েইফাং এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবেশীরাও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

আজ শিলং-এ এনইসির ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন

নয়াদিল্লি : ৩ জুন,২০২৬ ।। উত্তর-পূর্ব পরিষদ অর্থাৎ এনইসি''র ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আগামীকাল বৃহস্পতিবার শিলং-এ অনুষ্ঠিত হবে। এই অধিবেশনে পৌরহিত্য করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এন.ই.সি-র চেয়ারম্যান শ্রী অমিত শাহ। এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন উত্তর-পূর্ব অঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং এন.ই.সি-র ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া, ডোনার প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীগণ, এন.ই.সি''র অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

বাঁশ, আগরকাঠ, অষ্টলক্ষ্মী দর্শনের মতো প্রধান উদ্যোগ এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আজ একটি প্রাক-পূর্ণাঙ্গ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ডোনার মন্ত্রণালয়ের সচিব, উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যের মুখ্য সচিবগণ, এনইসি-র সচিব এবং ডোনার মন্ত্রণালয়, এনইসি, রাজ্য সরকার ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থার ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।১৯৭১ সালের উত্তর-পূর্ব পরিষদ আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত উত্তর-পূর্ব পরিষদ, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সর্বোচ্চ আঞ্চলিক পরিকল্পনা সংস্থা হিসেবে কাজ করছে এবং এই অঞ্চলে সমন্বিত উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে ও সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আগামীকাল এন.ই.সি''র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আঞ্চলিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির জন্য গঠিত মুখ্যমন্ত্রীর উচ্চ-স্তরের টাস্ক ফোর্সগুলির কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হবে। পর্যটন, কৃষি ও উদ্যানপালন, বিনিয়োগ প্রসার, দুধ, ডিম, মাছ ও মাংসে আত্মনির্ভরশীলতা, ক্রীড়া প্রসার, অর্থনৈতিক করিডোর উন্নয়ন, পরিকাঠামো ও সংযোগ, এবং তাঁত ও হস্তশিল্পের উপর উপস্থাপনা করা হবে। আশা করা যায়, এই আলোচনাগুলি অভিন্ন উন্নয়নমূলক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজ্য এবং অংশীজনদের মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে। এই বৈঠকে ডোনার মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলোও পর্যালোচনা করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে প্রধান প্রধান প্রকল্প ও কর্মসূচির যাবতীয় তথ্য, উত্তর-পূর্ব বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন এবং ব্যাংকার্স কনক্লেভের ফলাফল, যুব-কেন্দ্রিক উদ্যোগ এবং এই অঞ্চলের পর্যটন, লজিস্টিকস ও ইউনিক সেলিং প্রপোজিশন (ইউ.এস.পি) প্রকল্প-সম্পর্কিত উদ্যোগ।

এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে 'নর্থ ইস্ট ভিশন প্ল্যান ২০৪৭' নিয়ে আলোচনা হবে, যার লক্ষ্য হলো ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সংযোগ, উদ্ভাবন, স্থায়িত্ব এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির এক প্রাণবন্ত কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপরেখা প্রদান করা। উত্তর-পূর্ব পরিষদের সদস্যরা আঞ্চলিক উন্নয়নের অগ্রাধিকার এবং আন্তঃরাজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা বিষয়েও তাদের মতামত তুলে ধরবেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিশেষ গ্রামসভার প্রস্তুতি পর্যালোচনা, ভার্চুয়াল বৈঠকে পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মণ

আগরতলা, ৩ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৬ উপলক্ষে আগামী ৫ জুন রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ গ্রামসভার প্রস্তুতি নিয়ে মঙ্গলবার সচিবালয় থেকে এক উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক করেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মণ।

এই বৈঠকে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের কর্মসূচিকে গণআন্দোলনের রূপ দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

মন্ত্রী কিশোর বর্মণ স্থানীয় সংস্থাগুলিকে জল সংরক্ষণ, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, এসব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য তৃণমূল স্তরে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমষ্টিগত দায়বদ্ধতার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি রাজ্যের নাগরিকদের পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও পরিবেশবান্ধব গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, বিশেষ গ্রামসভাগুলি পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সরাসরি জনগণের সঙ্গে মতবিনিময়ের একটি কার্যকর মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। একই সঙ্গে টেকসই গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতেও এই সভাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

বৈঠকে উপস্থিত বিভিন্ন জেলার আধিকারিকরা কর্মসূচিগুলির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং সর্বোচ্চ জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন।

শেষে কিশোর বর্মণ পুনর্ব্যক্ত করেন যে, বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে শুধুমাত্র প্রতীকী উদযাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ত্রিপুরায় দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ সংরক্ষণ ও বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষার এক কার্যকর আন্দোলনে পরিণত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার ১৩৬তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে আশ্রমে ভক্তদের ঢল

আগরতলা, ৩ জুন: আজ ১৯ জৈষ্ঠ্য শ্রী শ্রী লোকনাথের ১৩৬ তম তিরোধান দিবস। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও রাজধানীর লোকনাথ আশ্রমে লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই আশ্রম প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

জানা যায়, ভোর থেকেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে বাল্যভোগ নিবেদন করা হয়। এরপর বিশেষ পূজা, নামসংকীর্তন ও অঞ্জলি প্রদান কর্মসূচিতে অংশ নেন শত শত ভক্ত। দুপুর ১টা থেকে মহাপ্রসাদ বিতরণ শুরু হয়। ধর্মপ্রাণ মানুষদের উপস্থিতিতে আশ্রম চত্বর মুখর হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য, শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কচুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর সান্নিধ্যে দীর্ঘ তপস্যা ও সাধনার মাধ্যমে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বকেয়া বেতন ও চাকরির নিরাপত্তার দাবিতে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ রেগা কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন: দীর্ঘদিন ধরে বেতন প্রদানে অনিয়ম, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তুলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন মনরেগা প্রকল্পের কর্মীরা। বুধবার ঊনকোটি ও খোয়াই জেলায় পৃথকভাবে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করেন রেগা কর্মচারীরা।

ঊনকোটি জেলায় অল ত্রিপুরা এমজিএনআরইজিএ এমপ্লয়ীজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ঊনকোটি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা শাসক মেঘা জৈনের নিকট একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সংগঠনের নেতা রঞ্জিত হোম জানান, কর্মীদের নিয়মিতকরণ, সময়মতো বেতন প্রদান, বেতন বৃদ্ধি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট চালু এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিতে এই ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করেন, মনরেগা কর্মীরা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও দীর্ঘদিন ধরে চাকরির অনিশ্চয়তা ও আর্থিক সমস্যার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। জেলা শাসক তাঁদের দাবিগুলি মনোযোগ সহকারে শুনেছেন এবং বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছেন বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, বুধবার দুপুরে খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্যের কাছেও ডেপুটেশন প্রদান করেন জেলার রেগা কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রায়ই বেতন ও ভাতা প্রদানে বিলম্ব হচ্ছে, ফলে কর্মীদের পরিবার চালাতে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

কর্মীদের দাবি, প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দায়িত্ব পালন করলেও নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না তাঁরা। সময়মতো বেতন ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কর্মীদের ন্যায্য দাবিগুলি দ্রুত মেটানোর আহ্বান জানান তাঁরা। রেগা কর্মীদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটতে বাধ্য হতে পারেন তাঁরা। এখন প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা।

রেলাইনে মৃতদেহ, দেড় ঘন্টা আটকে ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৩ জুন: বিশ্রামগঞ্জের কড়ইমুড়া রেলপথে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানবিকতার এক উজ্জ্বল নজির স্থাপন করলেন আগরতলা-সাব্রুম প্যাসেঞ্জার ট্রেনের চালক ও সহচালক।

জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে কড়ইমুড়া রেলপথে রেল দুর্ঘটনায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির দেহ ও ধড় বিচ্ছিন্ন হয়ে রেললাইনের উপর পড়ে ছিল। বুধবার সকালে আগরতলা থেকে সাব্রুমগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছালে চালক ও সহচালক পরিস্থিতি বুঝে ট্রেনটি এগিয়ে না নিয়ে প্রায় ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোমরাছড়া এডিসি ভিলেজ কার্যালয় টানা দুইদিন বন্ধ, বিক্ষোভে তিপ্রা মথার

আগরতলা, ৩ জুন : অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত ভোমরাছড়া এডিসি ভিলেজ কার্যালয় টানা দুইদিন ধরে বন্ধ থাকার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার বিক্ষোভে সামিল হন তিপ্রা মথা দলের কর্মী-সমর্থকরা। সকাল থেকেই দলীয় নেতা-কর্মীরা কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। পরে তারা ভিলেজ কার্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘ সময় ধরে ভিলেজ কার্যালয় বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিশেষ করে জমির রেকর্ড অব রাইটস (আরওআর), নামজারি, জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ কার্যালয়ে এসে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন বলেও অভিযোগ ওঠে।

তিপ্রা মথা নেতৃত্বের দাবি, বিষয়টি একাধিকবার সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থে তারা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন। অবিলম্বে ভিলেজ কার্যালয় নিয়মিত খোলা রাখা এবং জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিশ্চিত করার দাবিও জানান বিক্ষোভকারীরা।

এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এখন প্রশাসন এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন ভোমরাছড়া এলাকার সাধারণ মানুষ।

বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জুন: তেলিয়ামুড়ায় ফের এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত গিলাতলী সড়কের নয়নপুর এলাকায়। মৃত যুবকের নাম সাগর সরকার (২৬)। তিনি তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাইবাড়ী এলাকার বাসিন্দা এবং মৃত সুশীল সরকারের পুত্র। জানা গেছে, বুধবার লোকনাথ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রকল্পের হাত ধরে নতুন জীবন পেলো শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন: শিশুদের সার্বিক সুস্থতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্প কার্যকর রয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হলো রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (আর.বি.এস.কে.)। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শূন্য থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্মগত ত্রুটি, শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিলম্ব, অপুষ্টিজনিত সমস্যা এবং অন্যান্য রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করে তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

খোয়াই জেলার পদ্মবিল ব্লকের দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট এলাকার হাতিমারার পিওজিৎ দেববর্মা এবং রীনা রাণী দেববর্মার ২ বছরের শিশু কন্যা ঈশা দেববর্মা জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত ছিল। গত ২৮ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে পদ্মবিল ব্লকের আর.বি.এস.কে-র দায়িত্ব প্রাপ্ত চিকিৎসকরা একটি স্ক্রিনিং কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুটির জটিল হৃদরোগ সনাক্ত করেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ২৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা হয়। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর চিকিৎসকরা শিশুটির অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তার কথা পরিবারকে জানান।

তবে শিশুটির পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ব্যয়বহুল চিকিৎসার বিষয়টি তাদের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় আর.বি.এস.কে.-র চিকিৎসক ডা. অঙ্কিতা দেববর্মা এবং ডা. অরূপ শংকর দেববর্মা অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেন যে, অস্ত্রোপচারের খরচ নিয়ে তাদের চিন্তা করতে হবে না। আর.বি.এস.কে. প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিশুটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিল্ড্রেন হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে ৩০ এপ্রিল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. সি.এস মাথু কুমারন এবং তার দলের তত্ত্বাবধানে শিশুটির সফল হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। অস্ত্রোপচারের পর কয়েকদিন শিশুটিকে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।

শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ২৭মে তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা পরবর্তী কয়েক মাস নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। শিশুটির বর্তমান শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য গত ২ জুন বাইজালবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আর.বি.এস.কে.-র চিকিৎসকদের একটি দল তার বাড়িতে পরিদর্শনে যান। চিকিৎসকরা জানান, অস্ত্রোপচারের পর শিশুটির শারীরিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে এবং সে আগের তুলনায় অনেক বেশি সুস্থ রয়েছে। সরকারি এই উদ্যোগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সন্তানের সফল চিকিৎসা সম্পন্ন হওয়ায় শিশুটির মা বাবা আর.বি.এস.কে. দলের স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রকল্প কেবল শিশুদের রোগ সনাক্তকরণেই নয়, প্রয়োজনীয় উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করেও অসংখ্য পরিবারের পাশে দাঁড়াচ্ছে এবং শিশুদের নতুন জীবন উপহার দিচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas